ইউনিট ৪: উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষানীতি, তত্ত্ব এবং অনুশীলন

ভূমিকা

প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সে কালে জাতীয় শিক্ষার কোনো ধারণা ছিল না। তবে সমাজে কার্য-পরিচালনার জন্য শিক্ষা যে অপরিহার্য তা তৎকালীন শিক্ষাবিদগন স্বীকার করেন। এ প্রেক্ষিতে পশ্চিম ইউরোপে জাতীয়তাবোধের ধারণার বিকাশ এবং জাতীয়তাবোধের ধারণার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পূর্ণবিন্যাস জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিকাশের পথ সুপ্রশস্ত করে। জাতীয় শিক্ষা বিকাশে শিক্ষানীতি, তত্ত্ব এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের ধারণা অনুপ্রেরণা দিলেও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লব মানুষের মনে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, অধিকার বোধ ও সাম্যবাদের ধারণা সৃষ্টি করে। ক্রমে ক্রমে এই ধারণা সকল দেশে বিস্তার লাভ করতে যাবে। সাম্যবাদ, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃতি দানের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক রাষ্ট্র তাদের সকল অধিবাসীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ দানের ব্যবস্থা করাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বরূপে গ্রহণ করে। এই পরিস্থিতিতেই আধুনিক কালের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্মেষ হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, কৃষ্টি, জাতিগত ভাষাগত, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মগত পটভূমি ও পরিবেশ বিবেচনা করে তাদের শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন করে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় শিক্ষা বিকাশে পৃথিবীর সকল দেশ তাদের নিজস্ব শিক্ষানীতি ও শিক্ষাতত্ত্ব প্রচলন করে থাকে এবং জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা উন্নয়নে কাজ করে যায়। তাই জাতীয় শিক্ষার বিকাশ নির্ভর করে দেশের জাতীয় শিক্ষানীতির ওপর। এই ইউনিটে উন্নত দেশসমূহ– যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া এবং উন্নয়নশীল দেশসমুহ ভারত, মালয়েশিয়া, চীন ও বাংলাদেশের শিক্ষানীতি, শিক্ষাতত্ত্ব এবং অনুশীলনের জন্য চারটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ ৪.১: সমালোচনামূলক বোঝাপড়া এবং দৃষ্টান্ত যা জ্ঞাত করে জাতীয় শিক্ষানীতি
পাঠ ৪.২: শিক্ষায় জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা
পাঠ ৪.৩: স্থানীয় এবং বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার তত্ত্ব এবং অনূশীলন
পাঠ ৪.৪: শিক্ষায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান ও শক্তিসমূহ

পাঠ- ৪.১: সমালোচনামূলক বোঝাপড়া এবং দৃষ্টান্ত যা জ্ঞাত করে জাতীয় শিক্ষানীতি Critical Understanding and Paradigm that Inform National Education Policy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইংল্যান্ডের শিক্ষা আইন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষানীতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাপানে শিক্ষানীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অস্ট্রেলিয়া শিক্ষানীতির প্রণয়নের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মালয়েশিয়ার জাতীয় শিক্ষানীতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- চীনের জাতীয় শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি– ২০১০-এর বিশেষ দিক সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাতীয় শিক্ষানীতির সমলোচনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভূমিকা

রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হয়। আর দেশের উন্নয়নও সেসব নীতির ওপর নির্ভরশীল তবে সুনির্দিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতির ওপর নির্ভর করে দেশ ও জাতির উন্নয়ন। তাই যে কোনো দেশ তার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে। আবার শিক্ষানীতি বা শিক্ষা আইন এর ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম নির্ধারিত হয়। নিম্নে চারটি উন্নত দেশ ও চারটি উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক. ইংল্যান্ডের (U.K) শিক্ষা আইন

ইংল্যান্ডের জাতীয় চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মবোধ। এ কারণেই ইংল্যান্ডের শিক্ষা বিবর্তনে ধর্মীয় সংস্থাসমূহের প্রভাব অপরিহার্য। একদিকে জনগণের রক্ষণশীলতা, স্বাধীনতা ও ধর্মীয়বোধ, অন্যদিকে প্রগতিশীলতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এসবে প্রতিফলন ঘটে। তাদের শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্রপোষিত বিদ্যালয় এবং চার্চ পোষিত বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল সংঘর্ষের আপোষ মিমাংসা অথবা স্বশাসিত বিদ্যালয় এবং পাবলিত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আপোষ মিমাংসা। এ আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও উদ্দেশ্যমুখী ও কার্যকরি করার জন্য শিক্ষা প্রশাসন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য উনিশ শতকের শেষাংশে কতগুলো কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করে ইংল্যান্ডের শিক্ষার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। যেমন ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের ফস্টার শিক্ষার আইন, ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে লোকাল গভর্নমেন্ট আইন, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাবোর্ড আইন, ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে বেলফোর আইন, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা আইন, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা আইন ইত্যাদি। এসব শিক্ষা আইনে শিক্ষা সংক্রান্ত সকল সংস্কার ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার সমন্বয় ও সংযোজন করে ১৯৪৪ সালে শিক্ষা আইনকে সমগ্র দেশের জাতীয় শিক্ষাকে পূর্নাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন ইংল্যান্ডের সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক

এবং সুদূর প্রসারী পরিবর্তন আনে। এ জন্য এ আইনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে– "The education act of 1944 constitutes the most important single progressive step ever taken in education history".

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হলেও যুদ্ধ শেষে এই আইন বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। এই আইন এখনও ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের শিক্ষার মৌলিক কাঠামো রূপে বিবেচিত। এই আইন দ্বারা ইংল্যান্ডের শিক্ষার নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন সাধন করা হয়।

১. এই আইনে সর্বপ্রথম সামাজিক, অর্থনৈতিক, শ্রেণিবিন্যাস নির্বিশেষে বৃটেনের সকল শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, চাহিদা, আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করে।
২. বৈচিত্রবিলাসী ও স্বাধীনতাকামী ইংরেজ জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো এই আইনে সমন্বয় সাধন করা হয়। এই আইনই সর্বপ্রথম বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থাকে এক কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় আনয়ন করে এবং তৎসঙ্গে শিক্ষার সর্বস্তরে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার স্বাধীনতা ও বৈচিত্র অক্ষুণ্ন রাখা হয়। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই আইন বলে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব লাভ করে।
৩. শিক্ষা বোর্ডের স্থলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা তদারক ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লাভ করে। এছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও দুর্বল স্থানীয় শিক্ষা ইউনিটগুলোকে সমন্বিত করে ১৪৬টি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।
৪. এই আইন বিদ্যালয় শিক্ষাব্যস্থাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করে:

প্রাথমিক শিক্ষা: নার্সারী হতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা এই স্তরের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। (ক) শিশুর ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত নার্সারী ও কিন্ডার গার্টেন শিক্ষার সময় নির্ধারিত হয়। (খ) ইনফ্যান্ট স্কুলে ৫-৭ বৎসর পর্যন্ত এবং (গ) জুনিয়র স্কুলে ৭-১১ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের সময় ধরা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা: মাধ্যমিক স্তরে গ্রামার স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, মর্ডান স্কুলে সকল কিশোর ও তরুণেরা শিক্ষার সুযোগ লাভ করবে। এই আইন দ্বারা সমগ্র দেশের সকল প্রকারের মাধ্যমিক স্কুলগুলোকে সর্বপ্রথম এই সূত্রে গ্রহণ করা হয়। তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে একই ক্যাম্পাসে তিন প্রকারের মাধ্যমিক স্কুলের ব্যবস্থা করতে পারে বা পৃথক এলাকায়ও করতে পারে। অধিকন্তু সকল প্রকারের মাধ্যমিক স্কুলকে সমমর্যাদা দানের জন্য এই আইনে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অতিরিক্ত শিক্ষা (Further Education): বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত (যাহারা ১৫ বা ১৬ বৎসর বয়সের পর আর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবে না তাহাদের জন্য) তরুণ তরুণীদের জন্য নিয়মিত ও খন্ডকালীন এবং বৃত্তি ও পেশামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়।

১. এই আইন ৫ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে এবং ভবিষ্যতে এই শিক্ষাকে ১৬ বৎসরে উন্নীত করার সুপারিশ করে।
২. এই আইন স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে বিকলাঙ্গ ও পঙ্গুদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার প্রদান করে।
৩. ধর্ম শিক্ষা দান বিষয়ে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে ধর্ম সম্পর্কিত সিলেবাস অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।
৪. প্রতিটি বেসরকারী ও গীর্জা পরিচালিত স্কুলকে সরকারী তালিকারভুক্ত করতে বলা হয়। জাতীয় শিক্ষার মান সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই স্কুলগুলোকে ইন্সপেক্টর কর্তৃক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে বলা হয়।

সুতরাং এই আইন বলে কাউন্টি স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারী ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী পাবলিক স্কুলগুলোও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার অধিকার লাভ করে। পরবর্তী কালেও বিভিন্ন প্রকার উদার আইন ও বিধি দ্বারা এই সকল স্কুলের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

তাছাড়া এই শিক্ষা আইনে পরবর্তীতে বৃটেনের স্বার্থে কিছুটা পরিবর্তন ও সংশোধন আনা হয়। যেমন– ১৯৪৮ সালে ফিশার আইনের অধীনে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়। ইংল্যান্ডের শিক্ষা সংস্কারের জন্য ১৯৫৯ ক্রথার রিপোর্টে ১৫-১৮ বছর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের নানাদিকের চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষা বিন্যাসের বিভিন্ন সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যকরী করা হয়। ফলশ্রুতিতে কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম সংস্কারসহ শিক্ষার্থীর ১৬ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত ১৯৭২-৭৩ সালে কার্যকরী করা হয়। তাছাড়া ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে নিউসম রিপোর্ট ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্লাইডেন রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জেমস রিপোর্টে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। ১৯৪৪ সালে শিক্ষা আইনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ সমস্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে আংশিক পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।

খ. যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা নীতি

আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫০টি অঙ্গরাজ্যে নিয়ে গঠিত একটি ফেডারেল রাষ্ট্র। সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষার দায় দায়িত্ব অঙ্গ রাজ্যগুলোর ওপর অর্পিত। অঙ্গ রাজ্যগুলোই স্ব স্ব শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে এবং স্থানীয় স্কুল ডিস্ট্রিকের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে। এজন্য আমেরিকায় ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কোনো শিক্ষানীতি হয়নি। এতদসত্ত্বেও এমন ধারণা করা ঠিক নয় যে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য নেই। বাস্তবতা এই যে, যৌথস্মৃতি, যৌথমূল্যবোধ এবং যৌথ আকাংক্ষা এর সর্বাত্মক জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি রচনা করে রেখেছে এবং এরই পরোক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে প্রতিষ্ঠিত অঙ্গরাজ্যেগুলোর শিক্ষানীতিতে। তাই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌল উপাদান সর্বজন স্বীকৃত। এগুলো হচ্ছে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রয়োগবাদ, শিশুকেন্দ্রিকতা, প্রগতিবাদ এবং সমাজ কেন্দ্রিকতা। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থা দুটি মূলভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা– শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিক ও নাগরিকতার উন্নয়ন এবং শিক্ষার সমান সুযোগ। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে "Educational Policies commission Education for All American Youth"-এর এক প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, দক্ষতা, প্রয়োজন এবং প্রবণতার বৈচিত্র্যের ওপর ভিত্তি করে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের কথা বলা হয়। তবে ফেডারেল সরকার ও অঙ্গরাজ্যের প্রণীত শিক্ষানীতির ভিত্তিতে শিক্ষা নীতির বিশেষ দিক সমূহ নিম্নরূপ–

১. আইন ও ঐতিহ্য সূত্রে শিক্ষার দায়-দায়িত্ব প্রতিটি অঙ্গ রাষ্ট্র এবং অঙ্গ রাষ্ট্রভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পালন করে থাকে।
২. স্থানীয় জনসাধারণই শিক্ষার বেশিরভাগ ব্যয়ভার বহন করে, ফেডারেল এবং রাষ্ট্র, ফেডারেল এবং অঙ্গ রাষ্ট্র সরকার খুব কমই ব্যয় করে থাকে।
৩. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চেতনা কাজ করে, শিক্ষাও এর ব্যতিক্রম নয়। ফেডারেল সরকার শিক্ষার দায়িত্ব অঙ্গ রাষ্ট্রের ওপর অর্পণ করেছে, আবার রাষ্ট্র এই দায়িত্ব অর্পন করেছে "লোকাল বোর্ড"-এর ওপর। সারাদেশব্যাপী জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ পাবার সমান অধিকার রয়েছে। প্রতিটি অঙ্গ রাষ্ট্রের জনসাধারণ তাদের অভিরুচি অনুযায়ী স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। কিন্তু "টেস্ট বোর্ড অব এডুকেশন" এসব স্কুলের শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তৃত এবং বহুমুখী। উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর জন্য অথবা কলেজে সাধারণ শিক্ষা কিংবা কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রস্তুতিমূলক কোর্সগুলোর মধ্যে হতে যে কোনটি বেছে নিতে পারে। কলেজে নানা ধরনের বিকল্প শিক্ষা বিষয় রয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীকে নানা রকম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

৫. জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সারাদেশে দশ হাজারেরও ঊর্ধ্বে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এগুলোর অর্ধেকেরও বেশি কোন না কোনভাবে শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখছে।

৬. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা অবৈতনিক নয়, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান মোট ব্যয়িত অর্থের মাত্র ২৫% অর্থ ছাত্র বেতন থেকে পেয়ে থাকে।

৭. সাধারণত ৬ বছর বয়সে স্কুলে সূচনা হয়, কোন কোন স্কুলে ৭ বছর বয়সেও শিক্ষার সূচনা হয়। অধিকাংশ অঙ্গ রাষ্ট্রে শিক্ষা ১৬ বছর পর্যন্ত এবং কয়েকটি অঙ্গ রাষ্ট্রে ১৮ বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক।

৮. জাতীয় ডিফেন্স এ্যাক্ট ১৯৫৮ প্রণীত নীতিতে সমগ্র দেশের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ঋণদান কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ. জাপানের শিক্ষানীতি

মেইজি শাসনের পূর্ণ:প্রতিষ্ঠা জাপানের শিক্ষার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৮৭২ সালে মৌলিক শিক্ষা কোড প্রণয়নের মাধ্যমে জাপানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তারপর ১৮৯০ সালে মৌরী যুগের শিক্ষা সংস্কারের জন্য রাজকীয় শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের মৌলিক শিক্ষানীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপানের শিক্ষাব্যবস্থায় গভীর রেখাপাত করে। যুদ্ধোত্তর জাপানের শিক্ষা সংস্কার আইন প্রণয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো:

যুদ্ধোত্তর জাপানের শিক্ষা বিকাশকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায়ে ১৯৪৫-১৯৫২ সাল পর্যন্ত জাপানের শিক্ষাকে চুড়ান্তভাবে পুনর্গঠন ও পুনবিন্যাস করা হয়। নতুন সংবিধানের ছাব্বিশতম অনুচ্ছেদে যুদ্ধোত্তর জাপানের শিক্ষার মূলনীতিতে বলা হয়–

"All persons shall have the right to receive an equal education corresponding to their ability, as provided by law. The people shall be obligated to have all the boys and girls under their protection receive ordinary education as provided by law. Such compulsory education shall be free."

সংবিধানের এই নীতির ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী বৎসরে ১৯৪৭ সালে মৌলিক শিক্ষা আইন বা Fundamental Law of Education প্রণয়ন করা হয়। এই আইন জাপানের শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে বিন্যাস ও রূপ দান করে। গণতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষাকে পূণগঠনের জন্য নিম্নে উল্লিখিত কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়–

১. শিক্ষার সকল বৈষম্য দূর করে যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে সকলের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ দান করা হয়।

২. পূর্বের ছয় বৎসরের স্থলে নয় বৎসর (৯ম শ্রেণি) শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েরা বিশেষ স্কুলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করবে।

৩. শিক্ষা বিন্যাস ও সংগঠন সহজ করা হয়। বহুমুখী শিক্ষার পরিবর্তে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার সংগঠন প্রাথমিক হতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত ৬+৩+৩+৪ পরিকল্পনায় বিন্যাস করা হয়।

৪. নতুন সমাজের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা সম্প্রসারণ করা হয়।

৫. প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে খাবার ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়।
৬. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে নতুন ধরনের "ক্রেডিট সিস্টেম" চালু করা হয়েছে যার ফলে যে কোন ব্যক্তি যে কোনো সময়ে তার প্রয়োজন অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।
৭. শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিন্ডার গার্টেন থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রমের জাতীয় মান নির্ধারণ করে। সকল নাগরিক যেন শিক্ষার সমান সুযোগ পায় এই নীতি অনুসারে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়।
৮. Educational Personnel Certification Law অনুসারে শিক্ষকতা করতে হলে জুনিয়র কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করে প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট নিতে হবে।
৯. উচ্চ শিক্ষা মেধাভিত্তিক ও অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য "National Centre for University Entrance Examination" নামক সংস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করবে। জাতীয়, স্থানীয়, সরকারী ও বেসরকারি সকল প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এই কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।
১০. সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে বয়স্ক ও যুবকদের জন্য 'সামাজিক শিক্ষা' কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রায় সকল মিউনিসিপালিটিতে "Citizen's Public Hall' রয়েছে যেখানে নানা ধরনের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

এই আইনের ধরাবাহিকতা বজায় রেখে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৮৯ সালে জাপানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একবিংশ শতকে জাপানি সমাজে কাঙ্খিত পরিবর্তন, মানুষের জীবনধারা ও মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করে।

ঘ. অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষানীতি

আমেরিকার ন্যায় বহিরাগত অধিবাসীরা অস্ট্রেলিয়ায় বসতি স্থাপন করে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক ইংল্যান্ডের বহুসংখ্যক কয়েদি অস্ট্রেলিয়ায় স্থানান্তর করা হয়। এই কয়েদিরাই এই মহাদেশে প্রথম বসতি স্থাপনকারী এবং বর্তমানে আদি বাসিন্দা। ধীরে ধীরে অস্ট্রেলিয়া ছয়টি স্বায়ত্ত শাসিত রাজ্য স্থাপিত হয়। সকল রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় ১৯০১ সালে অস্ট্রেলিয়া কমনওয়েথ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা সংগঠন ও প্রশাসনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রতিটি রাজ্য তাদের হাতে সম্পূর্ণ এলাকার শিক্ষাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তথাপি প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষার সংগঠন, বিন্যাস ও প্রশাসনে মিল রয়েছে। তবে ইংল্যান্ডের শিক্ষা আইনের মত অস্ট্রেলিয়া সরকারের আইনের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে।

নতুন পরিবেশে জাতীয় শিক্ষা নীতি

ছয়টি অঙ্গরাজ্যে ১৮৭২-১৮৯৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক ও ধর্ম নিরপেক্ষ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য প্রথম অবস্থায় সফল না হলেও ইহা আংশিকভাবে ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করে। অবশেষে ১৯১৬ সালে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক ও ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয় শিক্ষা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত কার্যকরী হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পর অস্ট্রেলিয়ার অঙ্গ রাজ্যগুলো মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেয়। রাজ্যগুলো ১৯২০-১৯৩৯ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করে।

যুদ্ধোত্তরকালীন শিক্ষানীতির সংস্কার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা অস্ট্রেলিয়ার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যুদ্ধ শেষে ক্রমবর্দ্ধমান শিল্প উন্নয়ন ও পৌর জীবনের সম্প্রসারণ যুদ্ধের ভয়াবহতা ও অর্থনৈতিক মন্দাবস্থায় অভিজ্ঞ পিতা-মাতাগণ তাহাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য ভাল শিক্ষার দাবী জানান। এই পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার জন্য কমনওয়েলথ সরকার এগিয়ে। এই দুর্যোগপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে রাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া সরকার যৌথভাবে শিক্ষাকে নতুনভাবে বিন্যাস ও রূপদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এই সময় হতে অস্ট্রেলিয়া শিক্ষা উন্নয়ন ও সংস্কারের যে বিস্তৃত কর্মসুচী গ্রহণ করে তাকে রেনেসাঁস বা 'A great educational revival'-রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। শিক্ষার এই মহা উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রচেষ্টা সত্তর দশকে সালে পরিণতি লাভ করে।

শিক্ষা পূণর্গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসাবে কমনওয়েলথ সরকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কমিশন ও কমিটি গঠন করে। এই কমিশন ও কমিটিগুলো শিক্ষার বিভিন্ন দিকের বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য কমনওয়েলথ সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করে। এদের অনেক সুপারিশ বর্তমানে কার্যকরী করা হচ্ছে।

কমিশন অন এডভান্সড এডুকেশন

উচ্চশিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে কমনওয়েলথ সরকারকে পরামর্শ প্রদান ও সকল রাজ্যের উচ্চস্তরের শিক্ষার সুযোগের সুষম বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য ১৯৭১ সালে Commission on Advanced Education গঠন করা হয়। এই কমিশনের প্রচেষ্টায় সকল অঙ্গ রাজ্যে উচ্চ শিক্ষা বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়।

ইন্টারিম কমিটি ফর অস্ট্রেলিয়া স্কুলস কমিশন

বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রফেসর পিটার কারমেলের নেতৃত্ব Interim Committee for Australian Schools Commission গঠন করা হয়। এই কমিটি প্রত্যেক অঙ্গ রাজ্যের সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এক সুপরিকল্পিত অর্থবন্টন নীতি প্রণয়ন করে। উক্ত কমিটির গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্তগুলো পার্লামেন্টে অনুমোদনের পর (State Grant Act of 1972) আইনের মর্যাদা লাভ করে। বর্তমানে এই আইন অনুসারে কমনওয়েলথ ও রাজ্য তহবিল হইতে বিদ্যালয়গুলো অনুদান লাভ করছে।

প্রি-স্কুল কমিটি

১৯৭৩ সালে কমওয়েলথ সরকার প্রি-স্কুল কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে জাতীয়ভাবে শিশু শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য Australian Children's Commission গঠন করা হয।

অস্ট্রেলিয়ান কমিটি অন টেকনিক্যাল এন্ড ফার্দার একুকেশনঃ কারিগরি ও অন্যান্য শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ সালে Australian Committee on Technical and Further Education গঠিত হয়। এই কমিটি জাতীয়ভাবে কারিগরি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিক্ষা উন্নয়ন ও অর্থবরাদ্দ নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করছে।

অস্ট্রেলিয়ার সরকার কর্তৃক গঠিত এই সকল কমিশন ও কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করা হয় এবং অস্ট্রেলিয়ার সর্বস্তরের ও সর্বপ্রকারের শিক্ষায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়।

ঙ. ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি

ভারত ২৯টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষা উন্নয়নের জন্য রাধাকৃষ্ণ শিক্ষা কমিশন, মুদালিয়র শিক্ষা কমিশন (১৯৫৩), কোঠারী শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪) এবং ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং ১৯৯০-১৯৯২ সালে সংশোধিত Plan of Action (POA) প্রণয়ন করে। ১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উল্লেখিত শিক্ষা বিষয়ক কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রধান প্রধান কার্যক্রম হল: সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, বৃত্তিমূলক স্কুল শিক্ষা, নারী শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করা।

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিকসমূহ উল্লেখ করা হলঃ

১. শিক্ষা কাঠামো ১০ + ২+৩ ভিত্তিক, অর্থাৎ ১০ বৎসরের সাধারণ শিক্ষা, ২ বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং ৩ বৎসরের উচ্চ শিক্ষাস্তর নিয়ে গঠিত।

২. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ৫ কিংবা ৬ বৎসর বয়সে শুরু হয় এবং ৭/৮ বৎসর মেয়াদী। প্রাথমিক শিক্ষার দুটি স্তর রয়েছেঃ ১ম শ্রেণি হতে ৪র্থ বা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক স্তর এবং ৫ম শ্রেণি ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ৭ম বা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক স্তর।

৩. সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ১৪ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সার্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যকর করা।

৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ নির্বিশেষে শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫. নারী, শিক্ষা, সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রচলন করা (বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষকদের জন্য)।

৬. কল্যাণমূলক ও কর্ম অভিজ্ঞতায় বাধ্যতামূলকভাবে সব শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৭. শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপযুক্ত বেতন, সামাজিক সম্মান ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৯. শিক্ষার জন্য ক্রমপর্যায়ে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করা।

১০. উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা ধারায় শিক্ষা প্রদান করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বিশেষীকরণের সূচনা করা হয়, কিন্তু চরম বিশেষীকরণ করা হয় না।

১১. সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষার মূল দায়িত্ব ভারতের প্রাদেশিক রাজ্যগুলোর ওপর ন্যস্ত।

১২. কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ সর্বভারতীয় সরকার শিক্ষার লক্ষ্য, প্রকৃতি ও কাঠামো নির্ধারণে নীতি প্রণয়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

১৩. ১০+২+৩ ভিত্তিক শিক্ষা কাঠামো রূপায়নের ক্ষেত্রে প্রদেশিক রাজ্যগুলোর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য প্রণয়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

১৪. জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে তিন ভাষা সুত্র বা নীতি চালু রয়েছে। অর্থাৎ স্কুল স্তরের শিক্ষায় হিন্দি অঞ্চলে শিক্ষনীয় ভাষা হচ্ছে– মাতৃভাষা, ইংরেজি ও হিন্দি এবং হিন্দি অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হচ্ছে– হিন্দি, ইংরেজি এবং অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা।

১৫. কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ, প্রাদেশিক রাজ্য কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই ত্রিশক্তির অংশীদারিত্বে শিক্ষার প্রশাসনিকি ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালিত হয়।

১৬. প্রতিটি প্রাদেশিক রাজ্য সরকারের একটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় রয়েছে যা প্রদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

১৭. প্রদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যথা মিউনিসিপালিটি, পঞ্চায়েত শিক্ষা প্রশাসনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

১৮. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদেশের সরকারগুলোর দায়-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ভাগ করে নেয়।

চ. মালয়েশিয়ার জাতীয় শিক্ষানীতি

একটি একক ও সমতাভিত্তিক উন্নত, গণতান্ত্রিক এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনই মালয়েশিয়ার জাতীয় শিক্ষানীতির প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করেই ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে "রাজ্জাক কমিশন" রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যার ভিত্তিতে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা আইন পাশ হয়। এ কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, "এ দেশের শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হবে দেশের সকল জাতি ও গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের একটি একক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আনা এবং এক্ষেত্রে জাতীয় ভাষা তথা মালয় ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হবে"।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি হতে এটি সহজেই অনুমেয় যে, মাতৃভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার আলো পৌছে দেয়াই হবে শিক্ষানীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের অধ্যাদেশ অনুযায়ী মালয়েশিয়ায় দুই ধরনের স্কুলের প্রবর্তন হয়। যেমন– ইনডিপেনডেন্ট স্কুল এবং এসিসটেড স্কুল। এসিসডেট স্কুলে মালয়, ইংলিশ, চাইনিজ, তামিল ভাষা শেখানো হয়। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে মালয় এবং তামিল ভাষা বাধ্যতামূলক। স্কুলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বোর্ড অব গভর্নরস, স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ইনসপেক্টোরেট গড়ে ওঠে। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে নতুন শিক্ষা কমিশন "আব্দুর রহমান তালিব কমিটি" গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ কমিটি শিক্ষানীতি ও শিক্ষা আইনের ওপরে বেশি গুরুত্ব দেয়। এ কমিটির কতিপয় সুপারিশ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্ট অনুমোদন দেয় এবং তা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা আইনের সাথে যোগ করা হয়। এ নতুন নীতির ফলে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত দেশের প্রধান চারটি ভাষায় যেমন মালয়, ইংলিশ, চীনা এবং তামিল ভাষায় শিক্ষা দেয়া হয়। সকল স্কুলে মালয় এবং ইংলিশ বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে রাখা হয়।

ছয় বছর পড়ালেখা শেষে সকল শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্কুলের মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় যা মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদেরকে পাবলিক পরীক্ষার জন্য তৈরি করে। এসব পরীক্ষা মালয় এবং ইংলিশ ভাষায় পরিচালিত হয়। এসিসটেড মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে ইংরেজি অথবা মালয় ব্যবহার করা হয়।

মালয়েশিয়ায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক। দেশের সব স্কুল সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত একই শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে থাকে। প্রাথমিক স্তর শেষে কমপ্রিহেনসিভ পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে সপ্তম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সবাইকে পড়ার সুযোগ দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে নবম শ্রেণি সম্পন্ন করার পর চাকরির জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়। নবম শ্রেণি পাশের পরে যেসব শিক্ষার্থী দশম শ্রেণিতে ভর্তি হয়, তারা তাদের ভবিষ্যৎ পেশা সম্পর্কে চিন্তা করে। কোন একটি বৃত্তিমূলক পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য অগ্রসর হতে থাকে। শিক্ষার নিম্ন পর্যায় থেকে বিষয়ের ব্যাপক বিভক্তির জন্য সব বিষয়ের পর্যাপ্ত মানব শক্তি তৈরি হয়, যেন দেশের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কর্মী হিসেবে নিজেকে নিয়োগ করতে পারে। কমপ্রিহেনসিভ পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা চাকরির জন্য অথবা আরও উচ্চ পর্যায়ে কারিগরি বা শিক্ষার অন্যান্য পর্যায়ে পড়ালেখার জন্য যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ লাভ করতে পারে।

তাছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও অবৈতনিক। প্রাথমিক শিক্ষা ছয় বছর এবং মাধ্যমিক শিক্ষা তিনটি স্তরে যেমন নিম্ন মাধ্যমিক তিন বছর, উচ্চ মাধ্যমিক দুই বছর এবং মাধ্যমিক স্তর উত্তর শিক্ষা সাধারণত দুই বছর। আবার উচ্চ শিক্ষা ২০২০ সালের জাতীয় উন্নয়নে লক্ষ্য অনুসারে উচ্চশিক্ষায়

কারিগরিসহ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এর ওপর গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতিকে আরও গতিশীল করা হচ্ছে।

ছ. চীনের শিক্ষানীতি

বিপ্লব পূর্ব চীনের শিক্ষা ১৮৬২ হতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ১৯০৩ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশণ গঠন করে শিক্ষার সংস্কার করা হয়। ড. সানইয়াৎ শেঙের নেতৃত্বে ১৯২২ সাল হতে নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার পর চীনের যে শিক্ষা ধারা শুরু হয় তা পুরাপুরি আমেরিকান ভাবানপন্ন ছিল। আমেরিকান ভাবধারায় কারিগরি শিক্ষা, পেশা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং শিক্ষণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চীনে প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪৯ সালে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সফলের পর নতুন চীনের শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে রূপদান করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিপ্লবী নায়ক মাও সেতুং এর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আছে। নতুন সরকার যে শিক্ষার ঐতিহ্য লাভ করে তা ছিল পাশ্চাত্য ভাবধারায় পরিপুষ্ট। কম্যুনিস্টদের মতে এই শিক্ষা শুধু একাডেমিক কৃতিত্ব অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। উচ্চ স্তরের বিশেষজ্ঞ ক্যাডার সৃষ্টিই ছিল এই শিক্ষার লক্ষ্য। মোটামুটিভাবে শিক্ষার এ ধারা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সমাজ ও সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করে রাখত। অধিকন্ত এই শিক্ষা কায়িকশ্রমের প্রতি তাহাদের অনীহার ভাব সৃষ্টি করে।

ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চায়না রেড আর্মি শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্য বাস্তবমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। নতুন সরকার ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিপল্‌স পলিটিক্যাল কনসালটেটিভ কনফারেন্সে কমন প্রোগ্রাম প্রণয়ন করে। এটি ১৯৫৪ সালের সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরী হওয়া পর্যন্ত সংবিধান রূপে গণ্য করা হয়। এই কমন প্রোগ্রাম ও পরে ১৯৫৪ সালের সংবিধান নতুন চীনের শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন।

এ আলোকে সাবর্জনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাকে সমৃদ্ধিশালী করণ, ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ, শ্রমিকদের জন্য খন্ডকালীন বা অবসরকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা এবং তরুণ ও বয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে বিপ্লবী ও রাজনৈতিক শিক্ষাদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হয়। চীনের রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ আশা করে এই শিক্ষা তাদের বৈপ্লবিক সামাজিক রূপান্তর ও জাতীয় পুনর্গঠনের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে।

প্রথম দশ বৎসরে নতুন চীন ছয় বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা, তিন বৎসরের সাধারণ বা বৃত্তিমূলক নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ও তিন বৎসরের বিশেষ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষারও যথেষ্ট প্রসার হয়।

চীনের দ্বিতীয় পক্ষবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সার্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় চীনের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। বড় ও মাঝারি আকারের শহরে জুনিয়ার মিডল স্কুল এবং কোন কোন শহরে সিনিয়র মিডল স্কুল পর্যন্ত শিক্ষা সার্বজনীন করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে পাঁচ বৎসরের শিক্ষা এবং কোন কোন অঞ্চলে সাত বৎসরের শিক্ষাও সার্বজনীন করা হয়েছে।

বর্তমানে নতুন সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা নিরক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষাদানের জন্য পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। বিদ্যালয়ের শিক্ষাও সকল ছেলেদের জন্য বাধ্যতামূলক করা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাস্তবায়ন করাই বর্তমান চীন সরকারের শিক্ষা প্রোগ্রামের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বা কমিটমেন্ট।

জ. বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি

দেশের জনগণের প্রত্যাশা, প্রত্যয়, আদর্শ মূল্যবোধ ও আশা আকাঙ্খা সংবিধানের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এই সংবিধান জাতির শিক্ষার দর্শন স্বরূপ। সংবিধান শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ দলিলে অনুচ্ছেদ ১৭, ২৮ ও ৪১ এ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত বিধানবলি বিবৃত হয়েছে। এ আলোকে ১৯৭২ সালে ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠন এবং ১৯৭৪ সালে রিপোর্ট পেশ করেন যার নামকরণ করা হয় ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন-১৯৭৪, ১৯৮৮ সালে অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৬ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন এবং ১৯৯৭ সালে উক্ত কমিটি রিপোর্ট প্রস্তুত করার আলোকে শিক্ষানীতি ২০০০ প্রণীত হয়। কিন্তু কোনোটাই বাস্তবায়ন না হওয়া ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ণ করার লক্ষ্যে প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যানকে করে একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি জাতিকে এক বৎসরের মধ্যে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে যা জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ নামে পরিচিত। জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০-এর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক নিম্নে আলোচনা করা হল–

১. বাংলাদেশে শিক্ষা কাঠামো ৮+৪+৩/৪ ভিত্তিক অর্থাৎ ৮ বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা, ৪ বৎসরে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং ৩/৪ বৎসরে উচ্চ শিক্ষা স্তর নিয়ে গঠিত। এছাড়া ১ বৎসরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ আছে।

২. প্রাথমিক স্তরে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ৫ + বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ যা পরবর্তীতে ৪+ বছর বয়স্ক শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।

৩. বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষা হবে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। শিক্ষার বিভিন্ন ধারা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যম) এবং ইবতেদায়িসহ সব ধরনের মাদ্‌রাসার মাধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রাথমিক শিক্ষায় একই ব্যবস্থা চালু করা হবে। তবে শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন শিক্ষাধারায় সাধারণ বা আবশ্যিক বিষয়সমূহ এক এবং অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি বাধ্যতামূলকসহ ২০১৮ সালের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ৩০ করা হবে। আবার আদিবাসী শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু ও পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ করা হয়।

৪. মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর নবম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ধারা যেমন- সাধারণ, মাদ্‌রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারা এবং প্রত্যেক ধারা সমতাভিত্তিক সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয় এক এবং অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাধ্যতামূলক থাকবে। তাছাড়া এ সকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া বিনামূল্যে নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।

৫. মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমন্বয় করে এর স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ জাতীয় শিক্ষানীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৬. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের সাথে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে যথাযথ আগ্রহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা সহ মৌলিক জ্ঞান বিজ্ঞানে গবেষণা করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা।

৭. জ্ঞান ভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় প্রযুক্তি বিষয়কে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

৮. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে প্রাক বৃত্তিমূলক ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালুসহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থী যাতে বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ধারায় ভর্তির সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ধারায় সে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণও করতে পারবে।

৯. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তীতে এগুলো সম্প্রসারণ করা এবং নবতর জ্ঞান দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১০. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

১১. শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত বাংলা। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যাবে। বিদেশীদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

১২. মাধ্যমিক স্তরে মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিশেষ বিষয়সমূহ ব্যতীত সকল ধারার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং সাধারণ বিশেষ বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিশেষ বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

১৩. সুযোগ বঞ্চিত শিক্ষার্থী ও অনগ্রসর অঞ্চলের শিক্ষার্থীর জন্য সম সুযোগ সৃষ্টির বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৪. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার বিষয়সমূহ, কারিগরি শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি কম্পিউটার এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সরকারি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. শিক্ষা নিয়োগ এর জন্য সরকারি কর্ম-কমিশন অনুরূপ বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

১৬. প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা, শিক্ষকদের দেশ বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া সুযোগ এবং আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হবে।

১৭. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৮. শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়াশিক্ষা সহ মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধূলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৯. শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জাতীয় শিক্ষানীতির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, শিক্ষা উন্নয়নে ও প্রসারে জাতীয় সরকার সাহায্যদানকারী, পরামর্শদানকারী ও সমন্বয়সাধনকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। স্থানীয় স্বায়ত্তসাশিত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের ১৮

বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পণ করা হয়েছে। উপরন্তু সরকার নগদ অর্থ সাহায্য, বিশেষজ্ঞ সাহায্য ও গবেষনার সুযোগ সুবিধা প্রদান করে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাজের সহায়তা করছে। অবশ্য এর পরিবর্তে সরকার আশা করে যে, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই জাতীয় শিক্ষার ন্যূনতম মান রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

আমেরিকার সংবিধানে শিক্ষা ফেডারেল সরকারের দায়িত্ব না হলেও জাতীয় স্বার্থে এটি প্রথম হতে সমগ্র দেশের শিক্ষা প্রসারে ও উন্নয়নে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। শিক্ষা গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে এবং অঙ্গ রাজ্যগুলোকে অর্থ সাহায্য দিয়ে ফেডারেল সরকার সকল অঙ্গরাজ্যের শিক্ষায় সমতা সাধন ও মান উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। সমকালীন আমেরিকার অঙ্গ রাজ্যগুলোর শিক্ষা বিভাগ হতে আরম্ভ করে স্থানীয় স্কুল বোর্ডে ফেডারেল সরকারের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অঙ্গরাজ্য সরকার স্থানীয় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্টি বা টাউনশীপকে শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করে থাকে। এই অঙ্গ রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষার ন্যূনতম মান রক্ষার্থেও শিক্ষার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সাধনে অর্থ সাহায্য প্রদান করছে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করছে।

অস্ট্রেলিয়ায় ফেডারেল সংবিধান অনুসারে শিক্ষা রাজ্যসরকারের কার্যরূপে বিবেচিত। কিন্তু গত দশক হইতে অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ সরকার শিক্ষা উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করছে। বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা সংস্কারের জন্য নানা কমিশন ও রাজ্যগুলোর শিক্ষা বিকাশে ও উন্নয়নে নেতৃত্ব প্রদান করে থাকে। অবশ্য প্রথমে রাজ্যগুলোর কমনওয়েলথ সরকারের এই ভূমিকাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। বর্তমানে কমনওয়েলথ ও রাজ্য সরকার সন্তোষজনক পরিবেশে ও সহযোগিতামূলকভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে।

চীনে জাতীয় সরকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টি কেন্দ্র হতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। ডিমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম', নীতি অনুসারে স্থানীয় এলাকা, প্রাদেশিক রিপাবলিক হতে শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ ও প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার বা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রেরণ করা হলেও শিক্ষানীতি গ্রহণ ও প্রোগ্রাম সম্পর্কিত চড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী উক্ত দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জাপানে কঠোর কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক নীতি প্রচলিত ছিল। আত্মসমর্পনের পর হতে এটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রিফেকচার ও মিউনিসিপ্যালিটিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়। প্রিফেকচার ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা হলে ও জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষার প্রোগ্রাম কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে। আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকার তা বাস্তবায়ন করে।

ভারত সরকারকে জাতীয় স্বার্থে সমগ্র ভারতের ছেলে-মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনে, শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং ভারতকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নে এটি রাজ্যগুলোকে বলিষ্ট নেতৃত্ব প্রদান করছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্ধুদ্ধ ভারতীয়রা শিক্ষায় ইউনিয়ন সরকারের ক্রমবর্ধমান ও প্রভাবশালী ভূমিকাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। তাদের মতে এটি রাজ্যগুলোর গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করছে অপরদিকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্যগণ সংবিধানের অনুশাসনের সীমারেখার ইউনিয়ন সরকারের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ভূমিকাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহারের পক্ষপাতী। জাতীয় শিক্ষা কমিশন এই মর্মে সুপারিশও গ্রহণ করে।

ভারতের প্রাদেশিক রাজ্যগুলো প্রত্যেকে নিজস্ব শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে এবং তা কার্যকরী করার জন্য প্রোগ্রামও প্রণয়ন করে। বর্তমানে এটির জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবিত ও পার্লামেন্টে অনুমোদিত শিক্ষাকে রাজ্যে বাস্তবায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশের শিক্ষাও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষানীতি, উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী কেন্দ্র হতে প্রণীত ও নির্ধারিত হয়। জাতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতি ও প্রোগ্রাম আঞ্চলিক এবং স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়।

উপসংহার

ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষা আইন ১৯৪৪ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান অনুযায়ী অঙ্গরাজ্যগুলো শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে থাকে। জাপানে সংবিধানের নীতির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করে থাকে। ভারতে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করে থাকে। মালয়েশিয়া পার্লামেন্টের অনুমোদন ও আইনের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। চীনে সংবিধান অনুসারে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি সংবিধানের আলোকে প্রণীত এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইংল্যান্ডের ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন কি নামে পরিচিত?
ক. ফস্টার শিক্ষা আইন
খ. বেলফোর শিক্ষা আইন
গ. বাটলার শিক্ষা আইন
ঘ. জেমস শিক্ষা আইন

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতটি অঙ্গরাজ্যে নিয়ে গঠিত?
ক. ৪৮
খ. ৫০
গ. ৫২
ঘ. ৫৪

৩. যুদ্ধোত্তর জাপানের শিক্ষা বিকাশ কয়টি পর্যায়?
ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

৪. কোন সালে জাপানে পেইজি যুগের শিক্ষা সংস্কার করা হয়?
ক. ১৮৮০ খ্রীঃ
খ. ১৮৮৫ খ্রীঃ
গ. ১৮৯০ খ্রীঃ
ঘ. ১৮৯৫ খ্রীঃ

৫. অস্ট্রেলিয়া কমনওয়েলথ সরকার কত সালে প্রি-স্কুল কমিটি গঠন করে?
ক. ১৯৭০ খ্রীঃ
খ. ১৯৭১ খ্রীঃ
গ. ১৯৭২ খ্রীঃ
ঘ. ১৯৭৩ খ্রীঃ

৬. ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি কোন সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়?
ক. ১৯৯০ খ্রীঃ
খ. ১৯৯২ খ্রীঃ
গ. ১৯৯৪ খ্রীঃ
ঘ. ১৯৯৬ খ্রীঃ

৭. মালয়েশিয়া কোন সালে "আব্দুর রহমান তালিব কমিটি গঠন করে?
ক. ১৯৫৭ খ্রীঃ
খ. ১৯৫৮ খ্রীঃ
গ. ১৯৫৯ খ্রীঃ
ঘ. ১৯৬০ খ্রীঃ

৮. চীনের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো–
i. নৈতিক বোধ জাগ্রত করা
ii. বুদ্ধিমত্তার বিকাশ
iii. গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন
নিচের কোনটি সটিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৯. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষাকাল কত বছর?
ক. ৫ বছর খ. ৬ বছর
গ. ৭ বছর ঘ. ৮ বছর

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. খ, ৪. গ, ৫. ঘ, ৬. খ, ৭. গ, ৮. ঘ, ৯. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ইংল্যান্ডের শিক্ষা আইন ১৯৪৪ এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা বর্ণনা করুন।
২. যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষানীতির বিশেষ দিক সমূহ লিখুন।
৩. জাপানের শিক্ষানীতির মূল বক্তব্য কী?
৪. অস্ট্রেলিয়ার যুদ্ধোত্তর কালীন শিক্ষানীতির সংস্কারসমূহ উল্লেখ করুন।
৫. ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পটভূমি উল্লেখ করুন।
৬. মালয়েশিয়ার জাতীয় শিক্ষানীতি বর্ণনা করুন।
৭. চীনের শিক্ষানীতি বলতে কী বোঝায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইংল্যান্ডের শিক্ষা আইন শিক্ষা উন্নয়নে কতটুকু কার্যকর তা ব্যাখ্যা করুন।
২. যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষানীতি ব্যাখ্যা করুন।
৩. জাপানে শিক্ষানীতি ব্যাখ্যা করুন।
৪. অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করুন।
৫. ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি তাগিদ বিষয়সমূহ বর্ণনা করুন।
৬. চীনের শিক্ষানীতি কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখছে তা বিশ্লেষণ করুন।
৭. বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি– ২০১০ এর গুরুত্বপূর্ণ দিক সমূহ উল্লেখ পূর্বক বাস্তবায়নে আপনার মতামত দিন।
৮. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের গৃহীত শিক্ষানীতির আলোকে কোনটি বেশী কার্যকর বলে আপনি মনে করেন এবং কেন তার পক্ষে আপনার মতামত লিখুন।

পাঠ- ৪.২: শিক্ষায় জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা
Role of National/International Organization in Education (U.K, USA, Japan, Australia, India, Malaysia, China and Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সহায়ক সংস্থার ইংল্যান্ডের সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষায় অষ্ট্রেলিয়া সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মালয়েশিয়া জাতীয় সরকারের শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।
- চীনের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার কিরূপ ভূমিকা রাখে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে জাইকার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আধুনিক সকল রাষ্ট্রই শিক্ষাকে জাতির প্রতিশ্রুতি হিসেবে বিবেচনা করে। শিক্ষা জাতির প্রগতি ও সভ্যতার নির্দেশক। সুতরাং রাষ্ট্র ইহার দায়িত্ব অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সীকে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। তাই এ কালের সকল রাষ্ট্রই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনাকে তাদের প্রধান দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছে। ইহার ফলে জাতীয় শিক্ষার সাধারণ নীতি নির্ধারণ, উদ্দেশ্য নির্ণয় ও প্রোগ্রাম প্রণয়ন ও শিক্ষা প্রোগ্রাম কার্যকরীকরণ, তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করে। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনে ও সম্পাদনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা বর্ণনা করা হল। এতে একটি তুলনামূলক পার্থক্য নির্দেশ করে থাকে।

ক. ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার, ধর্মীয় সংস্থা ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

জাতীয় সরকারের ভূমিকা

১. শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল স্তর ও সকল প্রকার শিক্ষার সমন্বয় সাধনকারী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন করে।
২. এই মন্ত্রণালয়ে জাতীয় সাধারণ শিক্ষার মান নির্ধারণে ও মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তার ভূমিকা পালন করে থাকে।
৩. স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করাও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

৪. জাতীয় সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে অর্থ বরাদ্দ করে।
৫. সরকারি অর্থ সাহায্য দ্বারা বিশেষ প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
৬. কর্মরত শিক্ষকদের জন্য পেশাগত উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কনফারেন্সের ব্যবস্থা করে থাকে।
৭. কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার সাধারণ নীতি সম্পর্কে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

১৯৫৮ সালে Local Education Act দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার হতে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগুলোকে নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আবার ১৯৬৩ সালে অপর একটি আইন দ্বারা (London Government Act of 1963) স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগুলোকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থানুযায়ী ১৬৬টি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি হয়। শিক্ষায় এসব কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিম্নরূপ–

১. শিক্ষা প্রশাসনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা ব্যতিরেকে ইংল্যান্ডের সকল শিক্ষার দায়িত্ব পালনে ভূমিকা রাখে।
২. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্থানীয় এলাকার ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৩. কাউন্টি, কাউন্টি বারো এবং আউটার লন্ডন বারোসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত কাউন্সিলরা স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন করে থাকে।
৪. নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, বিন্যাস ও গবেষণা পরিচালনার স্বাধীনতা রয়েছে। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ধর্মীয় সংস্থা ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

১. গণতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষা বিকাশে ও উন্নয়নে বেসরকারি জনগণ বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার রয়েছে। তবে তারা জাতীয় শিক্ষার সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে।
২. শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে ও গবেষণা পরিচালনায় তাদের স্বাধীনতা রয়েছে।

তবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পরামর্শ বা অনুমোদন সাপেক্ষে স্বেচ্ছা প্রণোদিত সংস্থাগুলো (প্রধানত গীর্জা) ইংল্যান্ডের শিক্ষা বিকাশে ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

খ. যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা

ফেডারেল সরকারের ভূমিকা

১. সংবিধান অনুসারে অঙ্গ রাজ্য সরকারের কল্যাণার্থে ফেডারেল সরকার প্রথম হতে আমেরিকার শিক্ষা উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। বর্তমানে সরকারের কার্যকলাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে অঙ্গ রাজ্য বা স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাজে বাধা সৃষ্টি করে না। বরং সরকার অঙ্গ রাজ্যের শিক্ষা নীতি প্রণয়নসহ সমগ্র দেশের শিক্ষার বিকাশ ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
২. বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের শিক্ষায় বৈষম্য দূর করে। সকল অঞ্চলে একই প্রকার উন্নত মানের শিক্ষা প্রদানে ব্যবস্থা করার অন্যতম ভূমিকা পালর করে আসছে।

৩. শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সরকার অঙ্গ রাজ্যগুলো ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অর্থ সাহায্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
৪. জাতীয় ডিফেন্স এ্যাক্ট ১৯৫৮ হতে সমগ্র দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের ঋণ দান করা, গবেষণার ব্যবস্থা ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান, অর্থ মঞ্জুরী দান ইত্যাদি ফেডারেল সরকারের অন্যতম ভূমিকা।

অঙ্গরাজ্যের ভূমিকা

১. অঙ্গরজ্যের পাবলিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব অঙ্গরাজ্য সরকারের ওপর ন্যস্ত।
২. অঙ্গরাজ্যের সরকার রাজ্যের সাধারণ শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করে এবং শিক্ষার বিশেষ আইন ও বিধি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
৩. অঙ্গরাজ্যের শিক্ষার মান রক্ষার্থে ও উন্নয়নে স্থানীয় স্কুল ডিস্ট্রিক্টকে সর্বপ্রকার সহায়তা করা এবং সমন্বয় করার ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

স্কুলের শিক্ষায় স্থানীয় জনসমাজ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ আমেরিকার শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইনত অঙ্গরাজ্য সরকারের দায়িত্ব হলেও পাবলিক স্কুল পরিচালনায় স্থানীয় স্কুল ডিস্ট্রিক্টের ওপর হস্তান্তর করেছে।

১. স্থানীয় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট কর্তৃপক্ষ নিজস্ব এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার ভূমিকা পালন করে থাকে।
২. কর আদায় করে স্থানীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করার অন্যতম ভূমিকা রাখে।
৩. অঙ্গরাজ্যের স্থানীয় বোর্ড অব এডুকেশন কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা নীতি, শিক্ষার মান রক্ষা, উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের নিয়ম ও নির্দেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ধর্মীয় সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

১. পাবলিক স্কুলের পাশাপাশি জনগণ, বেসরকারী সংস্থা বা ধর্মীয় দল কর্তৃক স্কুল প্রতিষ্ঠা করার আইনগত অধিকার।
২. স্বাধীন ও ধর্মীয় স্কুল নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় বেসরকারী সংস্থা ও ধর্মীয় শিক্ষার মান রক্ষা, অঙ্গ রাজ্যের শিক্ষা নীতি অনুসরণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ মেনে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ. শিক্ষায় জাপান সরকারের ভূমিকা

১. জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণকারী অপেক্ষা সমন্বয় সাধনকারী ও পরামর্শ দানকারীর ভূমিকা পালন করে।
২. জাতীয় শিক্ষার মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে থাকে।
৩. কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষানীতি, উদ্দেশ্য, কাঠামো ও পাঠ্যক্রম ও কোর্স অব স্টাডিজ কর্তৃক নির্ধারিত ও বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনার ভূমিকা রাখে।
৪. আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করে থাকে।
৫. প্রিফেকচার ও স্থানীয় শিক্ষা বোর্ডের কাজ তদারক, অর্থ মঞ্জুরীর জন্য শিক্ষার খসড়া আইন তৈরি এবং জাতীয় শিক্ষা বাজেট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আঞ্চলিক সরকারের ভূমিকা

১. আঞ্চলিক শিক্ষা প্রশাসনে প্রিফেকচার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
২. সংবিধান অনুসারে প্রিফেকচার শিক্ষা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ভূমিকা রাখে।
৩. অঞ্চলের এলাকাধীন নার্সারী হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি, স্থানীয় এলাকার কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

১. স্থানীয় প্রশাসন মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের স্বায়ত্বশাসন অধিকার থাকায় তাঁর অধীনস্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে।
২. নিজস্ব এলাকায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন নার্সারী স্কুল হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধায়কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ধর্মীয় সংস্থা ও বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা

১. জাপানের জনসাধারণ, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সম্প্রদায় শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী স্কুলের পাশাপাশি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।
২. তবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় সম্প্রদায় ও বে-সরকারী সংস্থা সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও সরকারকে সহায়তার ভূমিকা পালন করে থাকে।

ঘ. শিক্ষায় অস্ট্রেলিয়া সরকারের ভূমিকা

ফেডারেল সরকারের ভূমিকা

১. ফেডারেল সংবিধান অনুসারে শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ওপর অর্পিত। তবে ষাট দশকের শেষভাগ হতে অস্ট্রেলিয়ার সরকার শিক্ষায় বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে। জাতীয় শিক্ষার মান উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয় ও প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে থাকে।
২. জাতীয় শিক্ষা উন্নয়নের সঠিক পন্থা নির্দেশনার জন্য সরকার বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি নিয়োগ করার ভূমিকা রাখে।
৩. শিক্ষায় ফেডারেল সরকারের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ রাজ্যগুলো প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখলেও তারা বর্তমানে সহযোগিতামূলকভাবে শিক্ষা উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে।
৪. ফেডারেল সরকার রাজ্য সরকারগুলোকে অর্থ সাহায্য করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

রাজ্য সরকারের ভূমিকা

১. রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। দূরবর্তী এলাকায় রাজ্যের শিক্ষার মান রক্ষার জন্য বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন অপেক্ষা কেন্দ্রীভূত প্রশাসন অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে।
২. কমনওয়েলথ সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
৩. কেন্দ্রীভূত শিক্ষানীতিকে ভালভাবে কার্যকরী করার জন্য বর্তমানে প্রশাসন ব্যবস্থাকে আংশিক বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

৪. রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারিত শিক্ষানীতি ও প্রোগ্রাম স্থানীয় এলাকায় কার্যকরী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
৫. রাজ্যে কেন্দ্রের নির্ধারিত শিক্ষানীতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কার্যকর করার ভূমিকা পালন করে থাকে।

ধর্মীয় ও বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা

১. গীর্জা বা বেসরকারী জনগণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে ধর্ম শিক্ষা ব্যতিরেকে সর্বক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি ও নির্দেশ মেনে চলে এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ভূমিকা পালন করে।
২. এসব সংস্থা ফেডারেল ও রাজ্য সরকার হতে অর্থ সাহায্য লাভ করে।

ঙ. শিক্ষায় ভারতের জাতীয় সরকার, প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

ভারতের জাতীয় সরকারের ভূমিকা

১. সংবিধানে ইউনিয়ন সরকারের শিক্ষায় দায়িত্ব না থাকলেও জাতীয় স্বার্থে ও সমকালীন প্রয়োজনে জাতীয় সরকার শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
২. সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ও প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে জাতীয় সরকার সমগ্র ভারতের শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষা উন্নয়নে, জাতীয় শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব এবং সাহায্য প্রদান করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
৩. বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় অন্যতম ভূমিকা রাখে।
৪. জাতীয় সরকার প্রাদেশিক রাজ্যগুলোকে অর্থ সাহায্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।
৫. ইউনেস্কো ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন কাজের সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রাদেশিক সরকারের ভূমিকা

১. উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা ব্যতিরেকে রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
২. রাজ্যের শিক্ষার মান রক্ষা এবং শিক্ষা উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যে নেতৃত্ব প্রদানের ভূমিকা পালন করে থাকে।
৩. নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজনে জাতীয় শিক্ষানীতি, প্রোগ্রাম প্রণয়ন, বাস্তবায়নের কাজ তদারক করা এবং সমগ্র রাজ্যের শিক্ষায় সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা কার্যক্রমের সকল নীতি ও প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বে-সরকারীর সংস্থায় ভূমিকা

১. বেসরকারী সংস্থা বা ধর্মীয় সম্প্রদায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে বিভিন্ন নির্দেশনা, পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে।

২. প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লাভ করে এবং নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

চ. শিক্ষায় মালয়েশিয়া জাতীয় সরকারের ভূমিকা

জাতীয় সরকারের ভূমিকা

১. কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, স্কুলের পাঠ্যসূচি মূল্যায়ন ইত্যাদি নির্ধারণ ও প্রণয়ন করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
২. সকল প্রকার শিক্ষা ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।
৩. প্রাদেশিক, জেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কার্যাবলি বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের ভূমিকা

১. কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ বাস্তবায়নের ভূমিকা পালন করে থাকে।
২. প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগসমূহ স্ব স্ব প্রদেশের শিক্ষানীতি এবং অপরাপর শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি কার্যাদি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্থানীয় পর্যায়ে ভূমিকা

জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে শিক্ষানীতি, পরিকল্পনা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাস্তবায়নের ভূমিকা পালন করে থাকে।

ছ. শিক্ষায় চীনের জাতীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

জাতীয় সরকারের ভূমিকা

১. কেন্দ্রীয় সরকার ও কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে।
২. সরকার ও পার্টির সংগঠন এক হওয়াতে এবং সর্বস্তরে পাশাপাশি কাজ করার ফলে সর্বত্র একই শিক্ষানীতি কার্যকরী করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
৩. শিক্ষানীতি প্রণয়নে ও রদবদলে নিম্নস্তরের প্রশাসনিক এলাকা হতে মতামত ও প্রস্তাব কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রেরিত মতামত বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
৪. চীনের সকল শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আর্থিক বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত শিক্ষানীতি অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত শিক্ষানীতিসহ সকল শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বেসরকারী জনগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে। তবে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষানীতি, উদ্দেশ্য ও পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে এবং জাতীয় তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্য লাভ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বেসরকারী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জ. বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা

জাতীয় সরকার

১. বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে থাকে।
২. শিক্ষা সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করে থাকে।
৩. শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ, আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক অনুদান ও আর্থিক প্রদানকারীর সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
৪. শিক্ষা সকল স্তরে আর্থিক বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা)

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরকারের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা উন্নয়নে সকল শিক্ষা কার্যক্রম এর নির্দেশনা আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বেসরকারী সংস্থা

১. জনগণ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করতে পারে। তবে সর্বক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি, উদ্দেশ্য ও প্রোগ্রাম অনুসরণ করে বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে থাকে।
২. সরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে এবং প্রাপ্ত অর্থসহ নিজস্ব অর্থ যোগান করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বেসরকারী সংস্থার অন্যতম ভূমিকা।

আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা কর্মসূচী পরিচালনা করে চলছে। এসব সংস্থার মধ্যে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) এবং সেভ দি চিলড্রেন (ইউএসএ) অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া জাতিসংঘ বিভিন্ন সংস্থা বিশেষত ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার বিভিন্ন দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। এক্ষেত্রে এসব সংস্থা ইস্যুভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। (জাইকা ব্যতীত ৬.১০ ইউনিটে এসব সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করা আছে)।

১. জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) শিক্ষা ক্ষেত্রে ভূমিকা:

- জাইকা উন্নয়নশীল দেশ ও জাপানের জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পৃথিবীকে আরও শান্তিময় ও সমৃদ্ধশালী করতে জাইকা ভূমিকা পালন করে চলেছে।
- জাইকা উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষা কর্মসূচীতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।
- প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল করার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সহায়তার ভূমিকা পালন করে থাকে।
- জাইকা বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নে (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা উন্নয়নে জাইকা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার ভূমিকা পালন করে আসছে।

উপসংহার

নির্বাচিত দেশগুলোর জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থায় তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-

ইংল্যান্ডের জাতীয় সরকার শিক্ষার যাবতীয় কর্মকান্ডে সমন্বয় সাধনকারী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল সরকার এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য শিক্ষার কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। জাপানের জাতীয় সরকার কেন্দ্রীয় ভাবে শিক্ষার সমস্ত কার্যাদি সমন্বয় সাধন ও পরামর্শদানকারীর ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। অস্ট্রেলিয়া ফেডারেল সংবিধানের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার শিক্ষার কার্যাবলী বাস্তবায়নের ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতের জাতীয় সরকার কর্তৃক শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং প্রাদেশিক সরকার শিক্ষার সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা পালন করে থাকে। মালয়েশিয়া জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে থাকে। চীনের কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কার্যাবলি নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনায় ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার সকল কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইংল্যান্ডের সকল স্তরের শিক্ষায় কোন কর্তৃপক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে?
   ক. জাতীয় সরকার
   খ. আঞ্চলিক সরকার
   গ. স্থানীয় সরকার
   ঘ. ধর্মীয় সরকার

২. যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার দায়িত্ব কোন কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত?
   ক. ফেডারেল সরকার
   খ. অঙ্গরাজ্য সরকার
   গ. স্থানীয় সরকার
   ঘ. ধর্মীয় সংস্থা

৩. জাপানে শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হলো-
   i. প্রিফেকচার
   ii. মিউনিসিপ্যালিটি
   iii. ধর্মীয় সম্প্রদায়
   নীচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৪. অষ্ট্রেলিয়ার শিক্ষার দায়িত্ব কোন কর্তৃপক্ষ পালন করে থাকে?
   ক. জাতীয় সরকার
   খ. রাজ্য সরকার
   গ. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
   ঘ. বে-সরকারী সংস্থা

৫. ভারতে শিক্ষানীতি প্রণয়নে মূল ভূমিকা কোন কর্তৃপক্ষ পালন করে থাকে?
   ক. জাতীয় সরকার
   খ. প্রাদেশিক সরকার
   গ. স্থানীয় সরকার
   ঘ. বেসরকারী সংস্থা

৬. চীনের সকল শিক্ষা স্তরের মূল দায়িত্ব কোন কর্তৃপক্ষ পালন করে থাকে?
   ক. কেন্দ্রীয় সরকার
   খ. প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ
   গ. স্থানীয় সরকার
   ঘ. বেসরকারী সংস্থা

৭. বাংলাদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোন কর্তৃপক্ষ পালন করে থাকে?
   ক. জাতীয় সরকার
   খ. শিক্ষা অধিদপ্তর
   গ. আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ
   ঘ. বেসরকারী সংস্থা

৮. মালয়েশিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকারী কোন কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত?
   ক. কেন্দ্রীয় সরকার
   খ. প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ
   গ. স্থানীয় সরকার
   ঘ. বে-সরকারী সংস্থা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ,৩. ক, ৪. খ, ৫. ক, ৬. ক, ৭. ক, ৮. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ইংল্যান্ডের জাতীয় সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে কী কী ভূমিকা রাখে?
২. শিক্ষা ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করুন।
৩. জাপান সরকারের শিক্ষানীতি প্রণয়নে কোন কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালন করে?
৪. শিক্ষায় অস্ট্রেলিয়া সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৫. ভারতে প্রাদেশিক সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী ভূমিকা রাখে তা উল্লেখ করুন।
৬. মালয়েশিয়ার শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করুন।
৭. চীনে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কীরূপ ভূমিকা রাখে তা উল্লেখ করুন।
৮. বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকা বিবৃত করুন।
৯. শিক্ষা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে জাইকার ভূমিকা উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাব্যবস্থায় ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।
২. জাপান ও চীনের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের ভূমিকার সাদৃশ ও বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করে আপনার মতামত দিন।
৩. শিক্ষাব্যবস্থায় অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের ভূমিকার তুলনামূলক পার্থক্য নিরূপণ করুন।
৪. শিক্ষাব্যবস্থা মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের মিল ও অমিল চিহ্নিত করে উন্নয়নের সুপারিশ দিন।
৫. নির্বাচিত দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকার তুলনামূলক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

পাঠ- ৪.৩: স্থানীয় এবং বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার তত্ত্ব ও অনুশীলন
Theory and Practice of Education in Global and Local Perspective

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- চারটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের শিক্ষার তত্ত্ব প্রয়োগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শিক্ষা সংস্কারে শিখন মতবাদের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার তত্ত্ব ও শিখন মতবাদ অনুশীলনে আটটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার তত্ত্ব অনুশীলনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিক্ষা জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির চাবিকাঠি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষা সঞ্চিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং কৃষ্টিগত অধিকারের নবলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্জীবিত করে স্ব স্ব জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তর করে দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথকে সুগম করে। সাধারণভাবে শিক্ষার উপরি উক্ত ভূমিকা উন্নত দেশসমূহ- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ– ভারত, মালয়েশিয়া, চীন ও বাংলাদেশের জন্য সমানভাবে তাৎপর্য বহন করে। এক একটি দেশের শিক্ষার তত্ত্ব কি হবে তা নানা দার্শনিক মতবাদ ও শিখন তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। যে কোন দেশের তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে এককভাবে কোন দার্শনিক মতবাদ ও শিখন তত্ত্ব প্রভাব না ফেলে একাধিক মতবাদ নির্ধারণ করে সে দেশের শিক্ষার তত্ত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে থাকে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষার তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ আলোচনা করা হল।

জ্যাঁ জ্যাক রুশো ও তৎঅনুসারীদের প্রভাব

১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এক উচ্চ মধ্যবিত্তের পরিবারে রুশো জন্ম গ্রহণ করেন। রুশো তাঁর "এমিল" গ্রন্থে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন শিশুকে শিশুর মত লালন পালন করতে হবে এবং সকল কৃত্রিমতা বিসর্জন দিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী শিশুর শক্তি-সামর্থ্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। তাঁর এই মতবাদ সাম্প্রতিক কালের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা সংস্কারের নীতিগুলির মধ্যে মূল বা সহায়ক নীতি হিসেবে চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। রুশোর এই চিন্তাধারা যদিও তার জীবনদূশায় কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যকর হয়নি কিন্তু তাঁর ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর কিছুদিন পরে তারই শিষ্য জোহান পেস্টালৎসি (Pestalozi), জার্মান দার্শনিক ফেডারিক হারবার্ট (Herbart), ফ্লোয়েবল (Fraebol) প্রমূখ বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষা সংস্কারক তাঁর মতবাদ অনুসরণ করে নিজেদের শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। পরবর্তীতে পেষ্টালৎসি শিক্ষাকে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। হারবার্ট নৈতিক চারিত্রিক জীবনকেই শিক্ষার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। দার্শনিক ফ্লোয়েবল শিশুর শক্তির সম্ভাবনার ক্রম উন্মেষকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে অভিহিত করেন। তারপর রুশোর মতবাদ দার্শনিক জন ডিউইর মাধ্যমে আরো পরিবর্তিত ও পরিমার্জন করা হয় যা সমৃদ্ধশালী হয় এবং ডিউইর মতবাদের মধ্যে দিয়ে রুশোর ভাবধারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষায় প্রবেশ করে। ডিউইর মতে "শিশুর শিক্ষা বাহিরের সামাজিক পরিবেশেই গুরুত্ব লাভ করে, ব্যক্তি মন সমাজ জীবনের একটি প্রক্রিয়া বিশেষ"। তাইতো শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজ– এ দুয়ের মধ্যে সার্থক সংগতি সাধন। আগ্রহ ও সক্রিয়তা

তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে চিন্তন এবং সক্রিয়তা অপরিহার্য তা ডিউই উদ্ভাবন করেন। আবার এই চিন্তন ও সক্রিয়তার ওপর ভিত্তি করে তিনি সমস্যা সমাধান পদ্ধতি আবিস্কার করেন। ডিউইর তত্ত্বটির উপর ভিত্তি করে কিলপ্যাটিক প্রকল্প পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এতে উদারপন্থী ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যেমন- ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়াসহ ইংরেজ উপনিবেশ দেশসমূহ এমনি কি বাংলাদেশ, ভারত, চীন, জাপান ও মালয়েশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার এ সকল শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকদের ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত ও অনুশীলন করে থাকে। উন্নতদেশসমূহ এ সকল নতুন ভাবধারা অনুসারে শিক্ষা সংস্কার ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে সমৃদ্ধশালী করার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষাবিদদের মতবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। আবার উন্নয়নশীল দেশসমূহ (ভারত, চীন, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ) এ সকল শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন ও স্থানীয়ভাবে দেশ ও জাতির শিক্ষা দর্শনের উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করে থাকে।

কিন্তু এ সকল উদার শিক্ষা মতবাদ গ্রহণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ নূতন ভাবধারা গ্রহণে সংরক্ষনশীলতার পরিচয় দেয়। যে সব দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত অর্থাৎ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত সে সব দেশে শিক্ষা সংস্কার নুতন ভাবধারা গ্রহণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। পেষ্টালৎসি, হারবার্ট, ফ্লোয়েবেল এবং ডিউই-এর শিক্ষা ভাবধারা তৎকালীন যুগে খুব গুরুত্ব না পেলেও বর্তমান কালে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত প্রায় সকল দেশের শিক্ষায় এ সকল ভাবধারা বাস্তবায়িত ও অনুশীলন হচ্ছে। উন্নত দেশসমূহ– যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তেমন একটা পার্থক্য দেখা যায় না। তবে স্ব স্ব দেশসমূহের স্থানীয়ভাবে শিক্ষার কৌশল ভিন্নতর এবং শিক্ষার্থী যাতে সহজভাবে শিখতে পারে সে দিকে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তাছাড়া ভারত, চীন, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থা স্থানীয় ও নতুন ভাবধারা অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা উন্নয়নে সকল শিক্ষা তত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ফ্রেডারিক হার্বার্টের শিক্ষা তত্ত্বের প্রভাব

হারবার্টই সর্বপ্রথম শিশুর মানসিক দিকগুলো বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করে তাদের মানসিক বৈশিষ্ট্য জানার জন্য মনোবৈজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিশুর মনস্তত্ব সম্পর্কে জার্মান দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীদের উৎকণ্ঠা পরবর্তীকালে পৃথিবীর সকল উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ সকল দেশের মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদেরা গবেষণামূলক কাজ দ্বারা, মনস্তাত্ত্বিক রীতি ও জ্ঞান মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তাঁদের গবেষণার ফলাফল শিশুর মানসিক উন্নয়ন ও মানের প্রেক্ষিতে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিন্যাস শিক্ষাদানের উপযোগী নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগে অনুশীলন করতে থাকে। সমসাময়িককালে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপানসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ ভারত, চীন, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশসহ শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত শিক্ষা এবং উন্নয়নের কারণ পরিলক্ষিত হয় তাদের মূলে রয়েছে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষা উন্নয়ন ও সংস্কার গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন। তাছাড়া হার্বার্টের শিক্ষাদান পদ্ধতি অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের জন্য পঞ্চসোপান পদ্ধতি এখনও উল্লেখিত দেশসমূহ স্থায়ীভাবে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

ফ্লোয়েবল এর শিক্ষা তত্ত্বের প্রভাব

ফ্লোয়েবলের শিশু শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা এবং তাঁর প্রভাবে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার প্রচলন শুরু হয় তা বিশ্বের অনেক দেশই শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রহণ করে। সকল শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্লোয়েবলের ভাবধারা ও পদ্ধতি, গান ও উপহার পদ্ধতি হুবহু অনুসৃত না হলেও তাঁর অনুসরণে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান দেশসমূহ ফ্লোয়েবলের অনুসরণে কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং পদ্ধতি অনুসরণে বাস্তবায়ন করে

চলছে। তাছাড়া ভারত, চীন ও মালয়েশিয়া ফ্লোয়েবলের শিক্ষা তত্ত্ব অনুসরণ করে স্থায়ীভাবে পদ্ধতি ও কৌশল বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে বাংলাদেশে কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করলেও আংশিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করে থাকে। তবে বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু শিক্ষার জন্য মারিয়া মন্টেসরীর পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

ডিউই-এর শিক্ষা তত্ত্বের প্রভাব

সকল শিক্ষা সংস্কারক ও দার্শনিকদের মধ্যে ডিউই বিশ্বের সর্বোপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা শিশুর শিক্ষা, গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য শিক্ষা, শিশুর স্বভাব, আচরণ, মানসিক চাহিদা এবং আগ্রহের প্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও শিক্ষাদান শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ নয় বরং যুক্তরাজ্য, জাপান, অষ্ট্রেলিয়াসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ ভারত, চীন, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর দর্শন ও শিক্ষা মতবাদের অনুসরণে শিক্ষা সংস্কার করে চলছে।

শিখন মতবাদের প্রভাব

শিক্ষা বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখন মতবাদ। দীর্ঘদিন ধরে ই.এল থর্নডাইকের "প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন" মতবাদ, রাশিয়ার শরীর তত্ত্ববিদ আইভান প্যাভলভের- উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়াভিত্তিক সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ, বি.এফ স্কিনারেরকরণ শিখন মতবাদ ও কোহেলার ও কাফকারের সমগ্রতাবাদ শিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে আসছে। বয়স ভেদে শিশুদের অবধারণ ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বিষয় বিবেচনা রেখে জ্যাঁ পিয়াঁজের জ্ঞানমূলক বিকাশ সংক্রান্ত মতবাদ শিক্ষা বিজ্ঞানে সর্বশেষ অবদান রেখে চলছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় কোন বয়সের শিশু কতটুকু ধারণ করতে পারে বা কোন বয়সে কী কী ধরণের বিমূর্ত ধারণা লাভ করতে সক্ষম সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। শিখনের উল্লিখিত প্রত্যেকটি মতবাদ মূলত আচরণবাদ। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচ্য শিখন মতবাদটি ধারণা গঠন সম্পর্কিত যা গঠনবাদ নামে পরিচিত।

গঠনবাদ তত্ত্বের (Constructivist Theory) প্রবক্তা হলেন জোনাথন এফ. অসবর্ণ। Jonathan F. Osborne। এ তত্ত্বের মূলকথা হলো ধারণা গঠনই শিখন। প্রতি মুহূর্তে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তথ্য দ্বারা আমাদের চিন্তনের মধ্যে যে নিয়মিত গঠন এবং পরিবর্তন হচ্ছে তার মাধ্যমেই শিখন প্রক্রিয়া ঘটে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতার এবং পারিপার্শ্বিকতা অনুধ্যান করে নিজের মতো এককভাবে নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করে গ্রহণ করে। ব্যক্তি নতুন কিছুর সম্মুখীন হলে সে এটাকে তার পূর্বলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করে গ্রহণ করে। এভাবেই ব্যক্তি নতুন ধারণা বা জ্ঞান অর্জন করে। যাচাইয়ে নতুন বিষয়কে অবান্তর মনে হলে এটাকে সে বাতিল করে দেয়। শিখনের ক্ষেত্রে জেরেমি বার্নার (Jerome Bruner) পরিবেশ ও ভাষা বিকাশের উপর বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা বেশী এবং জ্ঞান বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিশু জ্ঞানের আওতাভূক্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ভিন্নতা দেয়। এটা নির্ভর করে শিশুর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপর।

আবার ডেভিড এইচ জোনাসেন জর্নাসিন (David H Jonassen) মনে করেন গঠনবাদে শিক্ষকের ভূমিকা হবে নতুন ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। শুধু তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ করা নয়। শিক্ষক সমস্যা সমাধান বা অনুসন্ধানের নির্দেশনা দেবেন, শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই অনুমতি ধারণা তৈরি ও পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং দলগত শিখন পরিবেশে অন্যদেরকে জানাতে পারে। এ প্রক্রিয়া জ্ঞান লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছে তা উদঘাটন করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। অর্থাৎ শিক্ষাদান প্রক্রিয়া হবে শিশুকেন্দ্রিক বা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। গঠনবাদ ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের বিন্যাস হবে শঙ্খিল (Spiral)। এ ব্যবস্থায়

শিক্ষার্থী অর্জিত ধারণা, জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে ক্রমাগতভাবে নতুন নতুন ধারণা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে।

গঠনবাদের সাথে সমগ্রতাবাদের বেশ মিল আছে। শিখন প্রক্রিয়ায় ধারণা গঠন পৃথক উপাদানের উপর নয়, সামগ্রিকভাবে উপাদানের উপর র্নিভর করে। আবার জন ডিউইর শিক্ষা দর্শনের সাথে ও গঠনবাদ তত্ত্বের অনেকটা মিল আছে। উভয় তত্ত্বের মধ্যে সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়েছে এতে শ্রেণিকক্ষে শিখন হবে গঠিত, সক্রিয়, অনুধ্যানমূলক, সহযোগিতামূলক, অনুসন্ধান ও বিকাশ মূলক। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানে উৎসাহিত করা যাতে শিক্ষার্থী নিজের তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন ধারণা গঠনে সমর্থ হয়।

উপরোক্ত শিখন মতবাদের আলোকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান দেশসমূহে শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিন্যাস তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সব মতবাদ অনুসরণ ও অনুশীলন এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে। বর্তমানে ভারত, চীন, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তুর বিন্যাস, সংস্কার ও উন্নয়ন গঠনবাদ তত্ত্বের আলোকে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

শিক্ষাতত্ত্ব অনুশীলনের তুলনামূলক আলোচনা

বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনায় অভিজ্ঞতায় দেখা যায় শিক্ষার উদার মতবাদ ও ভাবধারা গ্রহণের প্রবণতা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রশাসন কাঠামো ও নীতির উপর। কেন্দ্রি শাসিত রাষ্ট্রগুলো যেখানে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা নেই সে সকল দেশ প্রগতিশীল শিক্ষা আন্দোলন দ্বারা কম প্রভাবিত হয়। অপরদিকে যে সকল রাষ্ট্র স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং শিক্ষা উন্নয়নে ও সংস্কারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সে সব দেশসমূহ নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষা সংস্কার করতে আগ্রহী।

উনিশ শতকের শেষ দিকে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড শিক্ষাব্যবস্থায় মনোবিজ্ঞান প্রয়োগের যে ধারায় সূত্রপাত হয় তা ক্রমেই অনুশীলনের মাত্রা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। বিশ শতকে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু মনস্তত্ত্বের অর্থাৎ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানের মতবাদ অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিশুর মানসিক চাহিদা, আগ্রহ বুদ্ধিমত্তা বিবেচনা করে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা করা। তাদের শিক্ষাদানের উপযোগী পদ্ধতির ও কৌশল প্রয়োগ, শিশুর শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক রীতি, শিশু শৃংঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ফ্লোয়েবলের নতুন ধারণা, গঠনবাদের ধারণা গঠন, শিশুকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম, জন ডিউই এর শিক্ষাতত্ত্বের প্রয়োগ এবং কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা সম্পর্কিত এই সকল ধারণা বিশ শতকে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড শিক্ষা ব্যবস্থায় বাস্তবায়নে অনুসরণ ও অনুশীলন করে থাকে। তবে শিশু শিক্ষার জন্য শিশুকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম নির্ধারণে ফ্লোয়েবল ও মন্তেসরীর শিক্ষাতত্ত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জন ডিইর মতবাদ এবং গঠনবাদ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠদান অনুশীলনে উন্মুক্ত অনুসন্ধান পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

জাপান শিক্ষাব্যবস্থায় একই পাঠ্যক্রম, সিলেবাস শিক্ষা পদ্ধতি এবং একই প্রকার পরীক্ষা পদ্ধতি দেশের সর্বত্র প্রচলিত। কেন্দ্র প্রশাসিত দেশগুলো সাধারণতঃ কেন্দ্র হতে শিক্ষার সংস্কার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এদের মধ্যে জাপানে বর্তমানে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে শিক্ষা সংস্কারে ও উন্নয়নে প্রচেষ্টা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক অগ্রগামী। বিদ্যালয় পাঠ্য বিষয়কে বহুমূখীকরণ, নতুন নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার এবং শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদ এর উপযোগিতা সম্পর্কে গবেষণা ও শিক্ষা সংস্কারের যে পরিকল্পনা আধুনিক জাপানে লক্ষ্য করা যায়।

অস্ট্রেলিয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও গঠনবাদের শিখন তত্ত্বের আলোকে গবেষণা ও শিক্ষা সংস্কারে নবতর দিক লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানের বিভিন্ন আধুনিক কলা কৌশল আয়ত্ব করে যাতে

শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞ শিক্ষার্থীতে পরিণত এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার্থীতে পরিণত হতে পারে সেদিকে গুরুত্ব আরোপ করে চলছে।

চীনে ১৯০৩ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন এবং এর আলোকে শিক্ষা সংস্কার করা হয়। এ সংস্কারে শিক্ষাকে বহুমূখী করা হয়। পাঠ্যক্রম নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সুতরাং নতুন সমাজে তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে হাতে কলমে কাজের সম্পর্ক, প্রগতিশীল চিন্তাধারায়, ফ্লোয়েবল এর কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতি, জন ডিউই এর শিক্ষাদর্শন ও গঠনবাদের তত্ত্ব অনুসরণ এবং অনুশীলনে পরিলক্ষিত হয়। চীনের যে শিক্ষার ধারা শুরু হয় তা পুরোপুরি আমেরিকা ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু বর্তমানে চীনে শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক কলা কৌশল ও আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের আলোকে শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নে অগ্রসর হওয়ার পরিলক্ষিত হয়।

মালয়েশিয়া শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু শিক্ষার জন্য কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতি অনুসরণ, আধুনিক শিক্ষার তত্ত্ব, শিখন মতবাদ তত্ত্বের উপযোগিতা যাচাই এবং গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কার উন্নয়নে অনুশীলন ও বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত হয়।

ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে ফ্লোয়েবল ও মন্তেসরী পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। নতুন গবেষণা করে পারিপার্শ্বিকতার সাথে মিলিয়ে নতুন পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে। শিশু শিক্ষার জন্য কিন্ডার গার্টেন ও নার্সারী স্কুলে ফ্লোয়েবল ও মন্তেসরীর শিক্ষাতত্ত্ব ও শিখনতত্ত্বের নতুন নতুন গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম সংস্কার, নতুন শেখা-শেখানোর কৌশল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন ও পরিমার্জনে অনুশীলন পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্লোয়েবলয় শিক্ষা তত্ত্বের ভিত্তিতে শিশু শিক্ষায় কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতি অনুসরণ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন না হলেও আংশিক অনুসরণ করে চলছে। বর্তমানে শিক্ষাক্রমে পাঠ্য বিষয় নির্বাচন, পরিমার্জন ও সংস্কার এর জন্য বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদ সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। গঠনবাদ তত্ত্বের অনুসরণে শিক্ষাক্রমে পাঠ্য বিষয় বিন্যাস, পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ, মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার ও শিশু শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক রীতি প্রবর্তন করে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন করে চলছে।

বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার তত্ত্ব ও অনুশীলন

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের দ্রুত ও বিস্ময়কর পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্বের সব দেশ আজ পরস্পর নিকটতম হয়ে আসছে। দেশে দেশে নৈকট্য ও সমঝোতার ক্ষেত্রে শিক্ষাকে প্রধান উপায় বা মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের প্রতি ভ্রান্ত বা বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে তাদের সমস্যা ও সাফল্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেছে। শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচী নির্বাচনে, বাস্তবসম্মত শেখা-শেখানোর কৌশল, শিশু শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক রীতিনীতি, শিখনের ক্ষেত্রে যথোপযোগী শিখন তত্ত্বের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর চর্চা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বিনিময় কর্মসূচী, নতুন নতুন বিষয়ের প্রবর্তন ও পরিকল্পনা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। UNO, UNESCO, UNICEF, WHO & ILO ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্বব্যাপী আরও নানা ধরণের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা তাদের আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে সহযোগিতার হাতকে উত্তোরোত্তর প্রসারিত করছে। ইউনেস্কো অনুসৃত ফান্ডামেন্টাল এডুকেশনে প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বের অনুন্নত দেশের জনগণের শিক্ষা ও জীবন ধারণের মান উন্নয়ন করা। দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর দীর্ঘ সময়ব্যাপী শিক্ষা পরিকল্পনা, বয়স্ক শিক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মান উন্নীতকরণ, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষা উন্নয়নমূলক গবেষণা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, বিদ্যালয় পরিত্যাগ বোধ, নারী শিক্ষা, শিক্ষা তত্ত্ব ও শিখন তত্ত্বের কার্যকারিতা যাচাই এবং উপকরণ ব্যবস্থাসহ কারিগরি সহায়তা প্রদান করে চলছে। তাছাড়া ইউনিসেফ শিশু বিকাশের পর্যায়ের

সাথে সংগতি রেখে শিখন কর্মকাণ্ডে ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে চলছে। আবার উন্নত দেশসমূহ যেমন– জাপানের জাইকা (ZICA) এবং ইউএসএ-এর সেভ দি চিলড্রেন (Save the Children) মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, ভারত ও ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশসমূহে শেখা-শেখানো যথোপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জ্য জ্যাক রুশো কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ
   খ. ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ
   গ. ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ
   ঘ. ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ

২. "শিশু শিক্ষা বাহিরের সামাজিক পরিবেশই গুরুত্ব লাভ করে ব্যক্তি মন সমাজ জীবনের একটি প্রক্রিয়া বিশেষ"।-এ উক্তিটি কোন দার্শনিকের?
   ক. জ্য জ্যাক রুশো
   খ. ফেডারিক হারবার্ট
   গ. জোহান পেষ্টালৎসি
   ঘ. জন ডিউই

৩. ফেডারিক ফ্লোসবলের কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে–
   i. শিশুদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র কিন্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠা করেন।
   ii. যুক্তরাজ্য শিশু শিক্ষায় শিশু নার্সারি ব্যবস্থা করে থাকে।
   iii. জাপান শিশু শিক্ষা কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতি চালু করেন।
   নীচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৪. বাংলাদেশের শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচিতে নিচের কোন শিখন মতবাদটি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন?
   ক. প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ
   খ. করণ শিখন মতবাদ
   গ. গঠনবাদ তত্ত্ব
   ঘ. সমগ্রতাবাদ

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩. খ, ৪. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জ্যাঁ জ্যাক রুশো শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থায় এর প্রভাব বর্ণনা করুন।
২. কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতি কী?
৩. শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা সংস্কারে দার্শনিকদের নাম উল্লেখ করুন।
৪. শিখন মতবাদে গঠনবাদ তত্ত্বের মূল বক্তব্য লিখুন।
৫. বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাতত্ত্ব ও অনুশীলনে আন্তর্জাতিক সংস্থার নামসমূহ চিহ্নিত করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেরিয়া ও জাপান দেশসমূহে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাতত্ত্বের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশসহ ভারত, মালয়েশিয়া ও চীন দেশসমূহে শিক্ষা সংস্কারে বিভিন্ন দার্শনিকদের মতামত কতটুকু কার্যকর বলে আপনি মনে করেন– বিশ্লেষণ করুন।
৩. শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও বিন্যাস-এর ক্ষেত্রে কোন শিখন মতবাদ বা তত্ত্বটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন?
৪. শিক্ষার তত্ত্ব প্রয়োগ ও অনুশীলনে উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরুন।

পাঠ- ৪.৪: শিক্ষায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান ও শক্তিসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তুলনামূলক শিক্ষায় ভাষাগত উপাদানের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা বিকাশে রাজনৈতিক উপাদানের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক উপাদান শিক্ষা উন্নয়নে এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঐতিহাসিক উপাদান প্রভাবের ফলে শিক্ষার বিকাশ– ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা উন্নয়নে সামাজিক, অর্থবিদ্যা সংক্রান্ত ও ধর্মীয় প্রভাবের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠার পিছনে জাতিগত, ভাষাগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণত গণতান্ত্রিক দেশসমূহ শক্তিশালী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে বিকেন্দ্রীকরণ হতে দেখা যায়। যেমন– আমেরিকা শিক্ষা ব্যবস্থা। আবার ইংল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের মত শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে। আবার কখনো, কখনো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের উপনিবেশগুলোতে বিশেষ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দিত যেমনটি ভারত ও বাংলাদেশের বেলায় হয়েছে। হ্যানস্ ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর পর্যালোচনা করেছেন। তিনি তাঁর পর্যালোচনায় জাতিসত্ত্বা, ভাষা, ভূগোল এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কিত প্রাকৃতিক উপাদান, ক্যাথোলিক, অ্যাংলিকান এবং পিউবিটান শ্রেণিগত ধর্মীয় উপাদান এবং মানবতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র সম্পর্কিত সামাজিক উপাদানের উপর শিক্ষার প্রভাব আলোকপাত করেন। ক্রামার এবং ব্রাউন তাঁদের Contemporary Education নামক গ্রন্থে জাতীয় ঐক্যবোধ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সংস্কার ও ঐতিহ্য, ভাষা, প্রগতিশীল চেতনা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শিক্ষায় সংস্কার ও উন্নয়নে এদের প্রভাব আলোচনা করেন। নিম্নে শিক্ষায় ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান আলোচনা করা হল।

১. **জাতিগত (Racial Factor):** পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই একাধিক জাতি রয়েছে। এসব জাতির নিজস্ব দল রয়েছে। এসব দল শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এক দল অপর দলের উপর প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। ফলে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব পড়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। যেমন– ফ্রান্স ও ব্রিটিশরা আফ্রিকায় এক সময় ঔপনিবেশ স্থাপন করে। তাই তারা বিশেষ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতি সাধন পূর্বক কালো-জাতির উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখে। আমেরিকাতে ইউরোপ, এশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিবাসিরা নিজেদের ভাগ্য অন্বেষণে ও বাঁচার তাগিদে বিপদসংকুল পরিবেশকে উপেক্ষা করে নতুন মহাদেশে বসতি স্থাপন করে। সুতরাং এক কথায় বলা চলে বহু জাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মিলনে আমেরিকা জাতির সৃষ্টি হয়। আমেরিকার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক চার্লস বিয়ার্ড কর্তৃক লিখিত পশ্চিমে সীমানা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত ইতিহাস একটি মূল্যবান দলিল। এ দলিলে পূর্বাঞ্চলে প্রথমে বসতি স্থাপন হলেও ক্রমে ক্রমে নতুন বহিরাগত আসার ফলে পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন শুরু হয় যা পরবর্তীতে ঐ অঞ্চলের সীমানা সম্প্রসারিত হতে থাকে। পশ্চিমে সীমানা সম্প্রসারণের ফলে অধিবাসীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ এবং ব্যক্তিত্বের সম্মান ও মর্যাদাবোধের বিকাশ ঘটে। শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য স্থানীয় জনগণ নিজেদের সম্পদ ও চাহিদা অনুসারে নিজেদের শিক্ষা পরিচালনা রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। স্থানীয় এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থায় সঠিক দায়িত্ব স্কুল ডিস্ট্রিক্টের উপর। শিক্ষায় স্থানীয় এলাকার স্বায়ত্বশাসনের অধিকার প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা শিক্ষায় এক

অভিনব রূপদান করে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। তবে আমেরিকার সমকালীন শিক্ষায় নতুন মহাদেশে তাদের প্রথম বসতি স্থাপনকারী পূর্ব পুরুষদের অর্জিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট ছাপ এখনও বিদ্যমান।

ইংল্যান্ডে শিক্ষায় তেমন জাতিগত সমস্যা নেই। তথাপি স্কটল্যান্ডের কেলটিক অধিবাসীগণ ভিন্ন জাতি হওয়াতে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় তা সন্তোষজনক সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। এতে কেল্‌টিক সম্প্রদায় ভিন্ন জাতি হলেও বর্তমানে নিজেদের ইংরেজ জাতি অন্তভূক্ত বলে গর্ববোধ করে। অতীতে শিক্ষাব্যবস্থার ইংরেজ জাতি রক্ষণশীল মনোভাব পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির অতীত ঐতিহ্যের ছাপ বিদ্যমান। বৃটিশ জাতির এই রক্ষণশীলতার জন্য ইংল্যান্ডের দুই সামাজিক শ্রেণির (ধনী অভিজাত ও দরিদ্র শ্রেণি) মধ্যে পৃথক পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তবে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে এবং ১৯৪৫ সালের শিক্ষা আইনে স্কটল্যান্ডে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস শিক্ষাব্যবস্থাকে রহিত করে সকল প্রকারে শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আওতাভূক্ত করে। বর্তমানে সবার জন্য সমান হারে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে।

অস্ট্রেলিয়ায় আমেরিকার ন্যায় বহিরাগত অধিবাসীরা বসতি স্থাপন করে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপদান করে। অষ্টাদশ শতকে অস্ট্রেলিয়াতে দেখা যায় মূল ভূখন্ড ইংল্যান্ড হতে বসতি করার জন্য লোক আগমন করলেও ইংল্যান্ডের ঐতিহ্য ধারা শিক্ষায় প্রতিফলিত হয় নাই, বরং নতুন অধিবাসীরা নতুন পরিবেশে বসবাসের ফলে সে জাতিগত বৈশিষ্ট সৃষ্টি করে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা রূপদান করে।

জাপানে জাতিগত অতি প্রাচীন বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য তাদের সমকালীন শিক্ষাকে প্রভাবিত করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের ও পরের জাপানে যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে সৃষ্ট হয় তথাপি প্রাচীন জাতির এ সকল বৈশিষ্ট্য যেমন গুরুজনদের প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা, সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, উন্নত নৈতিক জীবন গঠনের প্রতি আস্থা এবং সৌন্দর্য প্রিয়তা এখনও জাপানের শিক্ষায় পরিলক্ষিত হয়।

চীন পূর্ব এশিয়ার একটি প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান। চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্যই হউক আর যে কারণেই হোক চীন জাতি ছিল শান্তিপ্রিয় এবং মানবিক গুণের প্রতি ছিল তাদের আকর্ষণ। বর্তমানে নতুন চীনের সৃষ্টি হয়েছে। এই নতুন চীনের লক্ষ্য প্রাচীন ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক জীবনযাপন পরিবর্তে কম্যুনিষ্ট ভাবধারায় সমষ্টিগত এবং উৎপাদনমূখী জীবনযাপনের উপযোগীতা গুণ, দক্ষতা, মনোভাব নাগরিকদের বিকাশ করা। শিক্ষার মাধ্যমে প্রাচীন ও গতানুগতিক জীবন ধারার জাতিগত বৈশিস্ট্য ও মূল্যবোধের পরিবর্তে নতুন কম্যুনিষ্ট সমাজের প্রয়োজনীয় গুণ, বৈশিষ্ট্য ও মনোভাব সৃষ্টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ভারতের বহুমূখী সমাজ, ধর্ম, ভাষা ও কৃষ্টি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে জাতিগত সমস্যা থাকলেও বর্তমানে এক নতুন জাতিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। বহু প্রাচীন কাল হতে বহু জাতির বৈচিত্র্যময় কৃষ্টির যে সমন্বয়তা ভারতীয় সভ্যতার দেখা যায়। নতুন ভারতের শিক্ষাও তার প্রাচীন বৈশিষ্ট্য প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সংরক্ষণে একটি সফল প্রচেষ্টা।

মালয়েশিয়াতে মালয়ি, চীনা ও ভারতীয় তামিল সমন্বয়ে মিশ্রিত জনগোষ্ঠী বসবাস করে এ সকল জনগোষ্ঠী জাতির শিক্ষার জন্য সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করে।

বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিক দিক দিয়ে স্বকীয়তা রয়েছে। যদিও কিছু সংখ্যক অধিবাসী হিন্দু, বৌদ্ধ ও উপজাতি থাকলেও জাতীয় ঐক্যবোধের কারণে সবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা সমানভাবে প্রযোজ্য।

২. **ভাষাগত (Linguistic):** ভাষা কোনো কোনো দেশের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যেমন সহায়ক তেমনি ভাষা কোনো দেশের জাতীয় শিক্ষা বিকাশে বা অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার ভাষা তার গতিশীলতা দ্বারা যেমন সভ্যতার অগ্রগতিতে সহায়ক তেমনি তা মানব কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ঘটে। দার্শনিক ফিফ্‌টে যথার্থই বলেছেন ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ সভ্য হয়। অধিকন্তু ভাষা সমাজে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করে অর্থাৎ "Language forms men more than it is formed by them" সুতরাং ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের রূপায়ণে ও উন্নয়নের অন্যান্য প্রভাব অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা সমস্যা নাই বললেই চলে। এসব দেশের ভাষার মাধ্যম হলো ইংরেজী। তবে ওয়েল্‌স দোভাষী হলেও গ্রেট বৃটেনের অংশ হিসাবে সেখানে জাতীয় ঐক্যবোধের ধারণা সমৃদ্ধ হওয়াতে এই দুই ভাষাগত সমস্যা শিক্ষারক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়েনি। ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া প্রত্যেক দেশের একটি ভাষাকে প্রধান স্বীকৃত ভাষারূপে বিদ্যালয় ও অন্যান্য স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব দেশে একটি মাত্র ভাষাই প্রায় সকল অধিবাসীর মাতৃভাষা এবং এই মাতৃভাষাই (ইংরেজী) শিক্ষার মাধ্যমরূপে সর্বস্তরে ব্যবহৃত হয়।

চীনে ১৯৫৩ সালে আদমশুমারীতে দেখা যায় ৩৩টি ভাষাভিত্তিক সংখ্যা লঘিষ্ট সম্প্রদায় রয়েছে। সমগ্র দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৬ ভাগ অধিবাসী এ সকল ভাষা ব্যবহার করে। আবার মূল চীন ভাষা বিভিন্ন উপ-ভাষায় বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অপর ভাষী জনসংখ্যার নিকট দুর্বোধ্য। অর্থাৎ একই ভাষা ভিন্ন প্রকারের উপভাষা সমস্যা সমাধানে বিশ শতকের প্রথম হতেই কতিপয় গবেষণামূলক কমিটি গঠন করে যাতে ভাষার প্রচলিত লিখিত ভাষার সংস্কার করা যায় এবং ভাষার বিকাশ ঘটে। এই আলোকে ১৯২০ সালে পুরাতন ক্লাসিক্যাল ভাষার পরিবর্তে সহজীকরণ করা হয়। তারপরে ১৯২৮ সালে ল্যাটিন বর্ণমালা অনুসরণ Guoyn Iuomazi নামে অপর একটি সরকারী ভাষার প্রচলন হয়। ভাষা সমস্যা দূরীকরণের জন্য ১৯৫২ সালে ভাষা উন্নয়ন গবেষণা কমিটি নিয়োগ এবং কমিটি দু'টি সুপারিশ করে। প্রথমটি হল– ল্যাটিন বর্ণগুলোর সংখ্যা হ্রাস ও সহজ করা এবং দ্বিতীয়টি হল- নতুন এক প্রকারের বর্ণ সম্বলিত ভাষার ব্যবহার করা। স্টেট কাউন্সিল ও ন্যাশনাল পিপল্‌স কংগ্রেস এ সুপারিশ অনুমোদন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষা বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়। এই প্রচেষ্টায় সরকার সফল হলেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং জ্ঞান অর্জনের সকল স্তরে জাতীয় শিক্ষা বিকাশে এখনও ভাষা সমস্যার প্রভাব কম নহে। বর্তমানে চীনা ভাষায় সংস্কার করে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় এবং উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজী ভাষাকেও গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

জাপানের ভাষা চীনের ন্যায় সমস্যা থাকলেও বর্তমানে জাপানের সর্বত্র একই ভাষা প্রচলিত। জাপানে ভাষা সমস্যা প্রাচীন চীনা ভাষা হতে উদ্ভুত। তবে এ সমস্যা সহজতর করণ এবং জাপানী ভাষারূপে রূপায়ণে সরকারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। জাপানী ভাষার বৈশিষ্ট্য হল লিখিত ভাষার সামান্যতম জ্ঞান থাকলে কোনো ব্যক্তি তাঁর দৈনন্দিন জীবনে কথা বলা ও লেখার মাধ্যমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। এই কারণে জাপানে নিরক্ষরতা দূর করতে পেরেছে। এর ফলে জাপানে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যম জাপানী ভাষা দ্রুত সম্প্রসারণ ও সফল হয়েছে এবং পাশাপাশি ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা হয়।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা সমস্যার মূলে ভাষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধান ১৪ ভাষা তৎসঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাষা, জাতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী, বিদেশী বা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাংবিধানিক সুপারিশে ভারতীয় সরকার তিন ভাষা ফরমূলা গ্রহণ করে। বর্তমানে শিশুরা মাতৃভাষাই প্রাথমিক স্তরে তাঁর শিক্ষার মাধ্যম রূপে স্বীকৃত। অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করবে। মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ও

জাতীয় ভাষা অধ্যয়নে আবশ্যিক করা হয়। তাছাড়া মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থী আঞ্চলিক বা রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ভাষা বা জাতীয় ভাষা হিন্দী বা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার সুযোগ বিদ্যমান। আবার মাধ্যমিক স্তরে প্রতি শিক্ষার্থী ইংরেজি বা অন্য বিদেশী ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

মালয়েশিয়া শিক্ষাব্যবস্থায় মালয়ি ভাষা প্রবর্তন করেন। মালয়ি ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে বহু জাতি ও সংস্কৃতিকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছে। ইংরেজি হরফে মালয়ি ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ এক ভাষা প্রচলিত। কতিপয় উপজাতীয় এলাকায় আঞ্চলিক ভাষা থাকলেও সকল অন্যন্যা অধিবাসীর মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশের শিক্ষায় বিদ্যালয় বা তার সমপর্যায়ের স্তরে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজী ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে তৃতীয় শ্রেণি হতে শিক্ষা দেয়া হয়। প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চশিক্ষার পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হল বাংলা। তবে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নের জন্য শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।

৩. **রাজনৈতিক উপাদান:** বর্তমান কালের শিক্ষা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভাবধারা অতীতকাল অপেক্ষা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত। কোনো কোনো দেশ রাষ্ট্রীয় দর্শনকে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের নিকট প্রচার করার জন্য সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো দেশের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কঠোর এবং সর্বতোমূখী আবার কোনো দেশে তা নমনীয় এবং উদারপন্থী। ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় নীতি ও জাতীয়তাবোধের ধারণা প্রচারের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাতে অনুসরণ করতে দেখা যায়। এই সকল দেশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভাবধারা ও মূল আদর্শ প্রতিফলিত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ঐতিহ্য, নীতি ও প্রথা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষণ, জাগরুক রাখার উদ্দেশ্য এ সকল রাষ্ট্রে শিক্ষাকে একটি মূল্যবোধ ও অপরিহার্য বাহনরূপে বিবেচনা করা হয়।

এ সমস্ত দেশের নাগরিকদের মনে গণতান্ত্রিক মনোভাব জাগরুক করা, ব্যক্তির বিকাশ ও সামাজিক জ্ঞান শিক্ষাদানে বিদ্যালয়ের অন্যতম ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। বর্তমানে জাপানও সুপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আমেরিকার প্রভাবাধীন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রভাবে জাপান শিক্ষাব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ভাবধারা অনুসরণ করতে দেখা যায়।

বর্তমান চীনের শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনৈতিক দর্শন ও ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত। রাজনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হয়।

ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভারত স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। শাসনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসারে ভারতে গণতান্ত্রিক ভাবধারা শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়।

মালয়েশিয়া রাজনৈতিক দর্শন তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিফলন ঘটে এবং পাঠ্যসূচীতে তা অনুসরণ করতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উদ্ধুতকরণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও কার্যকলাপ সম্পর্কে এবং জাতির মত প্রকাশের স্বাধীনতা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিফলন ঘটে।

৪. **প্রযুক্তিবিদ্যা (Technological) উপাদান:** একুশ শতকে তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা হলো প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই প্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাক্রমে

প্রযুক্তি শিক্ষায় লাভ করার সুযোগ আছে। প্রযুক্তি শিক্ষা বলতে প্রধানত শুধু কম্পিউটার শিক্ষাকে বোঝানো হয়। তবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন স্তরে জন্য শিক্ষাক্রম বা শিখনের বিষয়বস্তু ভিন্ন বিষয়ের শিরোনামেও ভিন্নতা রয়েছে। যেমন– কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার ইঞ্জিয়ারিং ইনফরমেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার টেকনোলজি, কম্পিউটার ইন এডুকেশন এবং তথ্য ও প্রযুক্তির বিভিন্ন মৌলিক বিষয়সমূহ। শিরোনাম ভিন্নতা থাকলেও প্রাথমিক বিষয়গুলো সকল কোর্সের জন্য মোটামুটি সমমান সম্পন্ন। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার, শ্রেণিকক্ষে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষন-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা। তাছাড়া বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় গ্রাফিক ডিজাইন, মাল্টিমিডিয়া, অ্যানিমেশন, হিসাব সংরক্ষণ এবং নতুন নতুন সফটওয়ার ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও আছে। প্রযুক্তি নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহ যেমন– যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ার সরকারের প্রচেষ্টায় অনেক আগে থেকেই সমৃদ্ধশালী পরিলক্ষিত হয়। তবে উন্নয়নশীল দেশসমূহ যেমন– ভারত, চীন, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই বরং প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্তি সহ শিক্ষণ-শিখনে অগ্রগতিতে সমানভাবে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশে শিক্ষায় তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয় প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত অন্তর্ভূক্তি এবং শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করে চলছে।

৫. **বৈজ্ঞানিক (Scientific) উপাদান:** বিজ্ঞান শিক্ষা জ্ঞানের একটি অসীম শাখা, যা প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রসার লাভ করছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় এর ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের গ্রহণ যোগ্যতা বেশী। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটি স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহার ও প্রযুক্তি উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রসার লাভ করছে।

যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া দেশসমূহে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিস্কার করে প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করে আসছে। এ সমস্ত দেশসমূহে বিজ্ঞানে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করণসহ গবেষণা কার্য পরিচালনা, বৈজ্ঞানিক দক্ষতা অর্জন এবং মানব কল্যাণে এর অগ্রগতিতে শিক্ষায় অনুসরণ করতে দেখা যায়। এদিকে উন্নয়নশীল দেশসমূহ ভারত, চীনে বিজ্ঞানের আবিস্কার ও নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তির উন্নতি সাধন করে চলছে। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী, জ্বালানী, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, জীব জগৎ ও মানব জীবনের বৈচিত্র্য, খাদ্য ও পুষ্টি, উদ্ভিদ শরীর তত্ত্ব এবং জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পর্কিত নতুন নতুন বিষয় ও অন্তর্ভূক্ত করে চলছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান ও আবিস্কারে যাতে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্রমে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

৬. **ঐতিহাসিক উপাদানের প্রভাব (Historical):** প্রাচীনতম কাল থেকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে শিক্ষা বর্তমানে যে অবস্থানে এসে পৌঁছছে তার ধারা বিশ্লেষণ করা শিক্ষার ঐতিহাসিক কাজ। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে ঐতিহাসিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ইংল্যান্ডের ইতিহাসে দেখা যায় বিভিন্ন প্রকারে ধর্মীয় সংস্থা বা দল প্রথমে ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু করে। চর্তুদশ হতে ষোড়শ শতকের মধ্যে ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী পাবলিক স্কুলগুলো জন্ম ও বিকাশ হয়। তাছাড়া এ সময়ে ধর্মীয় দানও শিক্ষা বিস্তারের ব্রতী হন। ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালের শিক্ষা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বর্তমানে ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয় যার ঐতিহাসিক প্রভাব বিদ্যমান।

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শিশু শিক্ষার জন্য ফ্রেডারিক ফ্লোয়েবলের শিক্ষা দর্শন অনুসরণে সর্বপ্রথম ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে উইসকনসিন রাজ্যে কিন্ডার গার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এ ধারাবাহিকতা নিউইয়র্কে ১৯১৯ এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষাব্যবস্থা

করা। তারপর ১৯২০-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কিন্ডার গার্টেন স্কুল পরিকল্পনাসহ শিক্ষা নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও উন্নয়নে ঐতিহাসিক প্রভাব রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়াতে উপনিবেশ যুগে ধনী অধিবাসীদের জন্য গীর্জা এবং অল্প শিক্ষিত কয়েদীর সাধারণ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদান করত। তাছাড়া বৃটিশ সরকারে হস্তক্ষেপে শিক্ষা, চার্চ ও স্কুল কর্পোরেশন কর্তৃক শিক্ষা পরিচালনা, এ্যাঙ্গলিকান সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ও আইরিশ জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন শিক্ষা বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া কমনওয়েলথ সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষায় উন্নতি সাধন হয়। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক ও গতিশীল মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়।

জাপানে ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনায় দেখা যায় মেইজী যুগের বহু পূর্ব হতে জাপানে চীনের ন্যায় উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের জন্য কোর্ট স্কুল রাজ দরবারে বাইরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এসব স্কুলে ধনী পরিবার ও সরকারি কর্মচারীর সন্তানেরা লেখাপড়ার সুযোগ পেত। অপরদিকে পঞ্চম শতক হতে সাধারণ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ধর্মযাজকগণ টেরাকোয়া বা মন্দির স্কুল প্রতিষ্ঠা শুরু করে। এই উভয় প্রকার বিদ্যালয় শিক্ষার ধারা মেইজী যুগ পর্যন্ত জাপানে অব্যাহত ছিল। মেইজী শাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা জাপানের শিক্ষার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মেইজী যুগের পঞ্চম বৎসরে অর্থাৎ ১৮৭২ সালে মৌলিক শিক্ষা কোড প্রনয়নের মাধ্যমে জাপানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই মৌলিক কোডে জাপানে সকলের শিক্ষা গ্রহণ সমান অধিকার রয়েছে। জাপানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫-১৯৫২ সাল পর্যন্ত জাপানের শিক্ষাকে চূড়ান্তভাবে পূনগঠন ও পূনবিন্যাস করা হয়। তারপর মৌলিক শিক্ষা আইনে জাপানের শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে বিন্যাস ও রূপদান করে।

চীনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাচীন কাল হতে প্রচলন ছিল। উচ্চ ও ধনী সম্প্রদায়ের জন্যই এ শিক্ষার সুযোগ ছিল। তাছাড়া চীনা দার্শনিক কনফুসিয়ামের ক্লাসিক্যাল শিক্ষায় চীনের অগ্রগতি সাধন অপেক্ষা ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এ শিক্ষার ধারা উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চীনের প্রাচীন গতানুগতিক ও রক্ষণশীল শিক্ষা আধুনিক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়। উনিশ শতক থেকে চীনে আধুনিক শিক্ষা বিকাশ শুরু হয়। চীনের আধুনিক শিক্ষা বিকাশের ইতিহাসকে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় শিক্ষা ১৮৬২ হতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায় শিক্ষা কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয়।

ভারতে শিক্ষা বিকাশের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাচীন শিক্ষায় আর্য জাতিই সর্বপ্রথম প্রাচীন ভারতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রবর্তন করে। স্বজাতির আধিপত্য ও প্রতিপত্ত বজায় রাখার জন্য তারা এই শিক্ষাব্যবস্থা করে। আবার বৈদিক যুগের শিক্ষার ঐতিহ্য পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষায়ও দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতকের দিকে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে রাজ্যত্ব সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সম্রাট আকবরের শাসনকালে হিন্দু মুসলমান সকলকে একই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মুসলমানগণ দীর্ঘ সময় ধরে ভারতবর্ষে করলেও বৈদিক যুগের হিন্দু শিক্ষা ও মুসলমান শিক্ষা এ দুই প্রধান ভারতীয় সমাজের মূল প্রবাহ হতে আধুনিক ভারতে শিক্ষা ও কৃষ্টি সৃষ্টি হয়। তারপর ভারতের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয় এদেশে ইউরোপীয়দের আগমনের পর হতে। মিশনারীরাই এ সময়ে প্রথমে ও পরে ইংরেজ এবং এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও প্রথমে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। ইংরেজ যুগে বিভিন্ন কমিশন গঠন করা হয় এবং বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নীতকরণ শুরু হয়। বর্তমানে এর ধারাবাহিকতা প্রভাবে ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা জনগণের নিকট উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়।

মালয়েশিয়া তেরটি অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত। এদেশে মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় তামিল মিশ্রিত জনগোষ্ঠী বসবাস। তবে চীনের প্রাচীন শিক্ষা সংস্কৃতি ও ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকলেও মালয়েশিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার এর কোন প্রভাব দেখা যায় না।

বাংলাদেশ একটি নতুন রাষ্ট্র হলেও এর কৃষ্টি ও ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। বহু পূর্বে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা এক সমৃদ্ধশালী সভ্যতার বিকাশ করে বাংলার ইতিহাসে দেখা যায় ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের ন্যায় প্রাচীন বাংলাদেশও আর্য, মোঙ্গল, সেমিটিক প্রভৃতি জাতি বসবাস করে। সর্বশেষে ইংরেজ জাতি এদেশে প্রায় দুশত বৎসর রাজত্ব করে। তাই বাংলাদেশের সমকালীন শিক্ষা বিকাশের পটভূমি হিসাবে বিভিন্ন যুগের শিক্ষা যেমন– প্রাচীন যুগে, মুসলিম যুগের শিক্ষা, বৃটিশ যুগের শিক্ষা এবং পাকিস্তান আমলে শিক্ষার প্রভাব তেমনটা না থাকলেও কিছুটা পরিলক্ষিত হয়।

৭. **সামাজিক প্রভাবঃ** শিক্ষা যেমন সমাজকে উন্নয়নের পথে ধাবিত করে, সমাজও তেমনিভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। কারণ যে কোনো সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গতি এবং প্রকৃতি নির্ধারণ হয়। তবে যে সব সামাজিক উপাদান শিক্ষাকে প্রভাবিত করে সেগুলো হলো– জনসংখ্যা, পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী/দল, জনমত ও সামাজিক স্তর বিন্যাস। সামাজিক এসব উপাদান প্রত্যেক দেশের শিক্ষার প্রভাব বিদ্যমান। ফলশ্রুতিতে প্রত্যেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সামাজিক বিজ্ঞান বা সামজবিদ্যাগত সংশ্লিষ্ট বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৮. **অর্থবিদ্যা সংক্রান্ত (Economical):** একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তার আর্থিক অবস্থার সাথে গভীরভাবে জড়িত। একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা গড়ে ওঠে সেদেশের নির্বাচিত নাগরিকদের সাপেক্ষে। যেমন সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় দেশের সকল সম্পদ রাষ্ট্রের। অর্থাৎ রাষ্ট্র হলো সম্পদের মালিক। সুতরাং শিক্ষার অতি প্রাথমিক অবস্থায় এসবে প্রভাবিত হয়। এতে সকল সম্পক্তি রাষ্ট্রের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির তা সংরক্ষণের অধিকার আছে। আবার গণতান্ত্রিক দেশে যেমন– যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বাংলাদশ ও ভারত প্রভৃতি দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন। এসব দেশে ব্যক্তির সম্পদ স্বীকৃত। সুতরাং এসব দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। অর্থনৈতিক কার্যাবলির মানুষের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সম্পদের সাথে অর্থনৈতিক এর সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পদ বা সীমিত উপযোগের মধ্যে বসবাস করে মানুষ নানাবিধ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখে জীবিকা নির্বাহ করে। মানুষের এ জীবিকা নির্বাহের ধরণ প্রকৃতি ও সমাজের শিক্ষাকে প্রভাবিত করে চলছে। তাই শিক্ষাকে প্রভাবিত করে যে সব অর্থনৈতিক উপাদান সেগুলো হলো– সম্পদ, পেশা, চাহিদা, প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি। তাই উন্নত দেশসমূহ (যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়া) তাদের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে নিজেদের একটি সামষ্টিক অর্থ শাস্ত্র গড়ে তুলছে। এসব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থ বিষয়ক নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে থাকে। আবার উন্নয়নশীল দেশসমূহে (ভারত, বাংলাদেশ, চীন ও মালয়েশিয়ার) শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থ সংকট বিরাজমান সত্ত্বেও শিক্ষা কার্যক্রম ও কর্মসূচি গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এসব দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় আন্তজার্তিক অর্থ সংস্থা ভূমিকা, সম্পদের চাহিদা, অর্থের কার্যকর ব্যবহার, চাহিদার সাথে অর্থের যোগান ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে অর্থবিদ্যা অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উপাদানগুলো খুবই ফলপ্রসূ এবং তুলনামূলক শিক্ষা তা সুনির্দিষ্ট স্থান দখল করে নেয়।

৯. **ধর্মীয় প্রভাবঃ** মানব সমাজে ধর্ম মৌলিক ও সার্বজনীন কতকগুলো বিশ্বাস। ধর্মের অস্তিত্ব মানব সমাজে সৃষ্টির আদিলগ্ন হতেই বর্তমান পর্যন্ত। মানব সমাজে রাজনীতির অনেক আগে ধর্মের উৎপত্তি। তাই ধর্মকে রাজনীতি বা সমাজনীতি হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সব সমাজেই ধর্মকে ঘিরে জন্ম, মৃত্যু, অন্তষ্টিক্রিয়া এবং জীবন ধারায় আচার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস এবং ধ্যান ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যা সমাজকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবিত

করে। ব্যক্তির সামাজিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং আচরণ ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আর এসব ধর্মীয় আচরনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাস হতে শিক্ষার আর্বিভাব। কাজেই শিক্ষা প্রভাবিতকরণে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই উল্লেখিত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় অনুভূতির প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাই তুলনামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাদানকে উপেক্ষা করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিম সীমানা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত ইতিহাস একটি মূল্যবান দলিল– এ লিখিত দলিলটি কার?
   ক. হ্যানস
   খ. ক্রামার
   গ. চালর্স বিয়ার্ড
   ঘ. ব্রাউন

২. কোন দশকে অস্ট্রেলিয়াতে মূল ভূখন্ড ইংল্যান্ড হতে লোক বসতি স্থাপনের জন্য আগমন করে?
   ক. একাদশ
   খ. ত্রয়োদশ
   গ. চতুর্থদশ
   ঘ. অষ্টাদশ

৩. জাপানের প্রাচীন জাতির বৈশিষ্ট্য-
   i. গুরুজনদের প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা।
   ii. সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ।
   iii. উন্নত নৈতিক জীবন গঠনের প্রতি আস্থা।
   নীচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. ii ও iii
   গ. i, ii ও iii
   ঘ. i ও iii

৪. ১৯৫৩ সালে চীনে আদমশুমারীতে কতটি ভাষাভিত্তিক সংখ্যা সম্প্রদায় রয়েছে?
   ক. ৩৩টি
   খ. ৩৫টি
   গ. ৩৭টি
   ঘ. ৩৯টি

৫. নিচের কোনটি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষা হিসেবে প্রচলিত?
   ক. মাতৃভাষা হিন্দী
   খ. তিন- ভাষা ফরমূলা
   গ. হিন্দী ভাষা ব্যতীত আঞ্চলিক ভাষা
   ঘ. ইংরেজী ভাষা

৬. যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রেডারিক ফ্লোয়েবলের শিক্ষা দর্শন অনুসরণে সর্বপ্রথম কত খ্রীষ্টাব্দে উইসকনসির রাজ্যে কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ
খ. ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ
গ. ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ
ঘ. ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ, ৩. ঘ, ৪. ক, ৫. খ, ৬. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদনসমূহ চিহ্নিত করুন।
২. যুক্তরাষ্ট্রের জাতিগত উপদানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. চীন ও জাপানের জাতিগত উপাদানের প্রভাব তুলনামূলক আলোচনা করুন।
৪. ভারতে শিক্ষাব্যবস্থায় তিন ভাষার ফর্মূলা কী?
৫. বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা মাতৃভাষার প্রভাব কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখে?
৬. গণতান্ত্রিক দেশসমূহে রাজনৈতিক প্রভাবে শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ উল্লেখ করুন।
৭. শিক্ষা বিকাশে ঐতিহাসিক উপাদান গুরুত্ব কেন?
৮. প্রযুক্তি সংক্রান্ত উপাদান শিক্ষা অগ্রগতিতে কিরূপ ভূমিকা রাখে?
৯. অর্থনৈতিক উপাদানে শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নত দেশের করণীয়গুলি চিহ্নিত করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব বিস্তারকারী জাতিগত উপাদানের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরুন।
২. চীন, জাপান ও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষার প্রভাব তুলনামূলক আলোচনা করুন।
৩. শিক্ষায় রাজনৈতিক প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
৪. প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক উপাদান প্রভাবে শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করুন।
৫. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রভাব তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।
৬. সামাজিক উপাদান শিক্ষা বিকাশে কতটুকু প্রতিফলিত হচ্ছে তা বর্ণনা করুন।
৭. শিক্ষায় অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।